ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 January 2022 ■ আগরতলা ২৬ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ১২ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনায় আরও সাতজনের মৃত্যু রাজ্যে, দৈনিক সংক্রমণে দ্বিগুন বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। রাজ্যে করোনার দৈনিক সংক্রমন গত দুইদিন ধরে কমছিল। কিন্ত হটাত দ্বিগুন বৃদ্ধি হয়েছে। অবশ্য করোনার নমুনা পরীক্ষায় বৃদ্ধির ফলেই আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়েছে। তার সাথে করোনা আক্রান্তের মৃত্যু আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, ত্রিপুরায় করোনা পরিস্থিতি নতুন করে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, সুস্থতাও গতি তীব্র করেছে। তাই, সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এখন আট হাজারের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৪৫০ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৫৩৮৩ জনকে নিয়ে মোট ৫৮৩৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৪৬ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৬৫৮ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৭০৪ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনার নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধি হওয়ায় সংক্রমিতের সংখ্যাও বেড়েছে। তাই দৈনিক সংক্রমণের হারও দ্বিগুন বেড়ে হয়েছে ১২.০৭ শতাংশ। গতকাল ৩৯৯১ জনের নমুনা পরীক্ষায় ২৬২ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ৬.৫৬ শতাংশ। মৃত্যু হয়েছিল ৪ জনের।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৬৪ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭৮৭৮ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৮৮৯৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯০০৭৭ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা- আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৪.২৭ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯১.১৪ শতাংশ। এদিকে ০.৮৯ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় সাত জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮৭৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২৪৬ জন, উত্তর জেলায় ১১১ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৪৬ জন, দক্ষিণ জেলায় ৮৭ জন, ধলাই জেলায় ৫৫ জন, ঊনকোটি জেলায় ৭৭ জন, খোয়াই জেলায় ২৩ জন এবং গোমতি জেলায় ৫৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

রাজ্যে অনুপ্রবেশের ঘটনা বাড়ছে ঃ বিএসএফ

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সুশান্ত কুমার নাথ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। করোনার প্রকোপ কিছুটা কমতেই বেড়েছে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ। বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় অবৈধ অনুপ্রবেশে ২০২১ সালে ২২১ জন বিএসএফের জালে ধরা পড়েছে। সেই তুলনায় ২০২০ সালে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সাকুল্যে ধরা পড়েছিল ১২৮ জন। বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সুশান্ত কুমার নাথ বার্ষিক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন। সাথে তিনি দাবি করেন, সীমান্তে কড়া নজরদারির জেরে ২০২১ সালে প্রায় ৩৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা মূল্যের বেআইনি নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে বিএসএফ। এছাড়া ৪৫ লক্ষ ৭ হাজার ৩৯টি গাঁজা গাছ এক বছরে ধ্বংস করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ২৪ কোটি ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

এদিন তিনি বলেন, বিএসএফ সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে নিরাপত্তা দিয়ে চলেছে। তাই, ২০২১ সালে ৮৮৪১৭টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৩, ২০৬.৯৯ কেজি শুকনা গাঁজা, ৪৮,২০০ বোতল ফেন্সিডিল, ৮৯৩৯ বোতল বিলেতি মদ এছাড়া ২৪২২টি গবাদী পশু, ১৬১৬৫টি কাপড় এবং অন্যান্য বেআইনি নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর দাবি, উদ্ধার করা সামগ্রীর বাজার মূল্য প্রায় ৩৫.৬৪ কোটি টাকা।

সাথে তিনি যোগ করেন, এক বছরে ৪৫ লক্ষ ৭ হাজার ৩৯টি গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালে ছয় জন এনএলএফটি উগ্রপন্থী বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

তিনি বলেন, সীমান্তে কড়া পাহারায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। এক বছরে ৯৭ জন বাংলাদেশী নাগরিক, ১১৮ জন ভারতীয় নাগরিক এবং ৬ জন অন্য বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক অবৈধভাবে সীমান্ত পার করার সময় গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০২০ সালে ১২৮ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি-র কথায়, ২০২১ সালে সীমান্তে অসমাপ্ত কাটা তারের বেড়া নির্মাণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৮টি স্থানে সিঙ্গল রো ফেন্স সম্পন্ন করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবকের ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার সাতসকালে মোহনপুরের রাঙ্গাছড়াতে এক যুবকের ক্ষত-বিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ দেব। বাড়ি মোহিনী পুর এলাকায়।

মঙ্গলবার সকালে পথচারীরা রাস্তার পাশের জঙ্গলে মৃতদেহটি ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। মৃতদেহের পাশ থেকে একটি বাইক উদ্ধার হয়েছে। বাইক দুর্ঘটনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধী দলনেতা মিথ্যাচার করছেন অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবস নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার যে মন্তব্য করেছিলেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানাল বিজেপি। শুধু তাই নয় বিজেপির তরফ থেকে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। মঙ্গলবার বিজেপি রাজ্য কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন দলের সহ সভাপতি ডাঃ অশোক সিনহা এবং মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য।

ডাঃ অশোক সিনহা বলেন, মানিক সরকার নিজেকে পাল্টাতে পারেননি। তিনি মিথ্যাচার করে চলেছেন এখনও। মানিক সরকারের ছেলেখেলার কারণে ১০৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকাদের চাকরি গিয়েছে। অশোক সিনহা আরও বলেন, মানিক সরকারের মত লোকেরা বিজেপিকে রাজা মহারাজাদের দল বলে উল্লেখ করে থাকেন। একই সঙ্গে শ্রী সরকার নিদের দলীয় নেতৃত্বদের অস্বীকার করেছেন বলে জানান শ্রী সিনহা। তিনি পূর্ণ রাজ্য নিয়ে মানিক সরকারের মন্তব্য এবং মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের তুল্যমূল্য বিশ্লেষণ করেন।

জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্ব অঘোর দেববর্মা, সুধন্য দেববর্মা প্রমুখদের লেখা উল্লেখ করে ডাঃ অশোক সিনহা জানান রাজ্যের শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াত মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। আর তার উল্লেখ রয়েছে জনশিক্ষা সমিতির লেখনিতেই। অথচ বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার মিথ্যাচার করে নিজের দলের নেতৃত্বের লিখিত বক্তব্যকেই অস্বীকার করতে চাইছেন। মানিক সরকার টানা ১৭ বছর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করার প্রয়োজন মনে করেননি। প্রতিবার বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরীরে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী গৃহবধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিরাশিমাইল, ২৫ জানুয়ারি।। শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন জনৈক গৃহবধু। মঙ্গলবার সকালে ৮২ মাইল এলাকায় এক গৃহবধূ গায়ে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূকে প্রথমে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখান থেকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয় ।জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর নাম সন্ধ্যারানী দেববর্মা।

তার স্বামী জানান, সকালবেলা তিনি রাবার বাগানে কাজ করতে চলে গেলে তার স্ত্রী গায়ে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিদগ্ধ হয় খবর পেয়ে তিনি দ্রুত বাড়িতে ছুটে আসেন এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, তাদের পরিবারে কোনো ধরনের ঝামেলা ছিল না। গতকাল রাতে সন্ধ্যারানী দেববর্মা কান্নাকাটি করছিলেন বলে জানান তার স্বামী। তবে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

২৬ জানুয়ারী, বুধবার প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই বৃহস্পতিবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

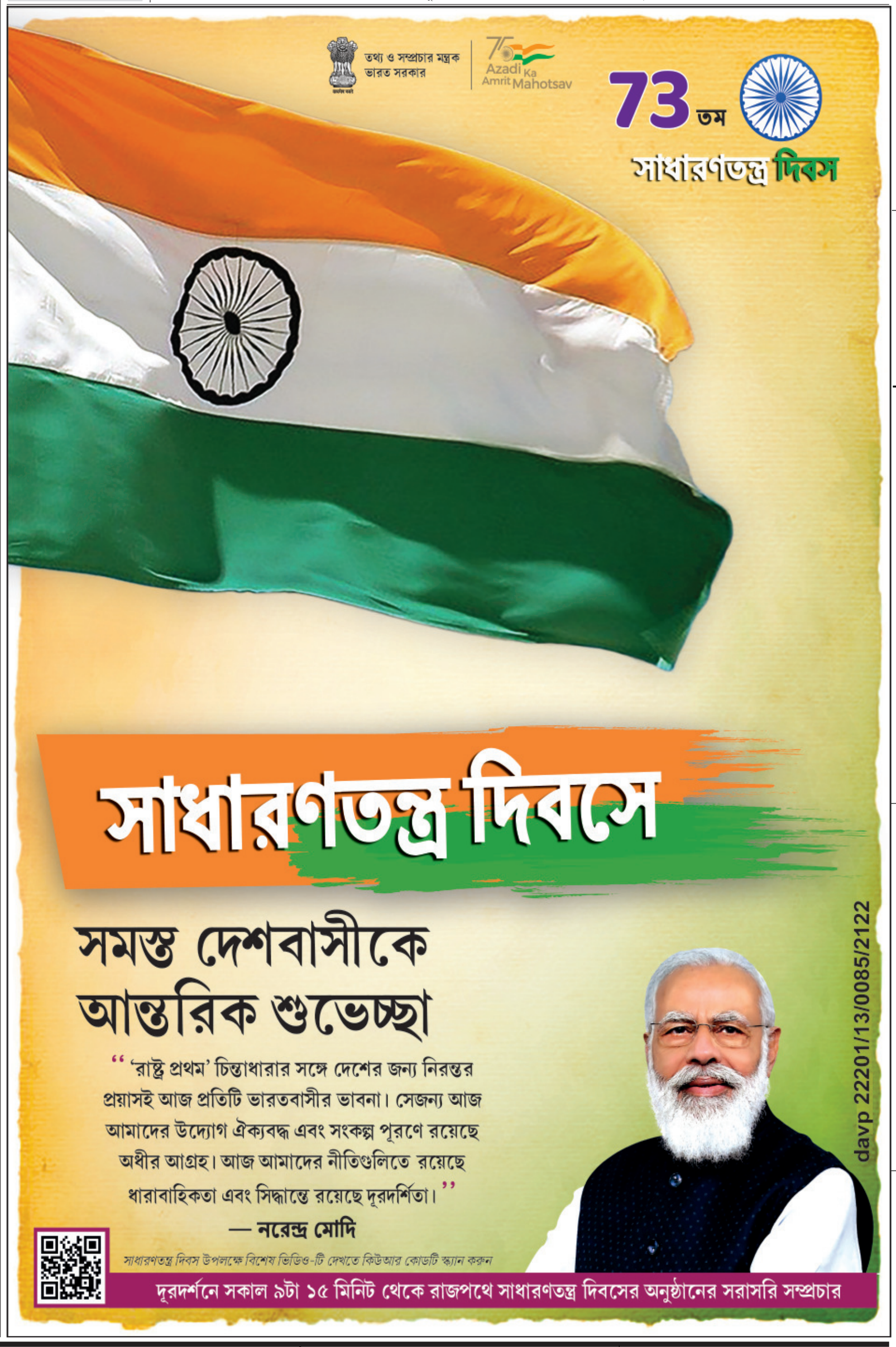

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১১১ ◘ ২৬ জানুয়ারি ২০২২ ইং ◘ ১২ মাঘ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

আজ প্রজাতন্ত্র দিবস

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত বর্ষ। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষা,স্বাস্থ্য,স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ,বাক-স্বাধীনতাসহ জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করিতে ভারতীয় সংবিধানে সংস্থান রাখা হইয়াছে। বিশ্বের অন্য কোন দেশে ভারতের সংবিধানের মতো জনগণের অধিকারকে সুনিপুণভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নাই। সে দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতীয় জনগণ দেশের সংবিধানের প্রতি প্রতিটি মুহূর্ত কৃতজ্ঞ। তবে আজকের পুণ্য তিথিতে দেশের প্রতিটি জনগণকে সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আন্তরিকভাবে প্রয়াস জারি রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই দেশের সংবিধান মর্যাদা পাইবে।

২৬ জানুয়ারি ভারতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উৎসবের মধ্যে একটি। ২৬ জানুয়ারি সারা দেশে প্রবল উৎসাহ এবং শ্রদ্ধার সাথে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালিত হয়। এই সেই দিন যখন ভারতে প্রজাতন্ত্র এবং সংবিধান কার্যকর হইয়াছিল। এই কারণেই এই দিনটি আমাদের দেশের গর্ব এবং সম্মানের সাথেও জড়িত। প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি, ভারত তার প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করে। কারণ এই দিনে ভারতের সংবিধান কার্যকর হইয়াছিল। আমরা সবাই এটিকে একটি জাতীয় উৎসব হিসাবে উদযাপন করি এবং এই দিনটিকে একটি জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।ভারতীয় সংসদে ভারতের সংবিধান বাস্তবায়নের সাথে সাথে আমাদের দেশ একটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

এই মহান দিনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি বিশাল প্যারেড হয় যাহা সাধারণত বিজয় চক থেকে শুরু হইয়া ইন্ডিয়া গেটে শেষ হয়। এই সময়, রাষ্ট্রপতিকে তিনটি ভারতীয় সেনা স্থল, জল এবং বায়ু দ্বারা অভিবাদন জানানো হয়। সেইসাথে সেনাবাহিনীর দ্বারা অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং ট্যাঙ্ক প্রদর্শন করা হয়, যাহা আমাদের জাতীয় শক্তির প্রতীক। সেনা কুচকাওয়াজের পর, দেশের সব রাজ্য তাহাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। এর পরে, ভারতীয় বিমান বাহিনী আমাদের জাতীয় পতাকার জাফরান, সাদা এবং সবুজ রঙের মতো আকাশ থেকে ফুল বর্ষণ করে।স্বাধীনতার পর, একটি খসড়া কমিটিকে ভারতের স্থায়ী সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করিতে বলা হয় । ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর, ভারতীয় সংবিধানের খসড়াটি ডক্টর বি আর আম্বেদকরের সভাপতিত্বে হাউসে রাখা হইয়াছিল। সংবিধান ২ বছর ১১ মাস এবং ১৮ দিনে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অবশেষে, অপেক্ষার সময় শেষ হয় ২৬ জানুয়ারি১৯৫০সালে তার বাস্তবায়নের সাথে। একই সঙ্গে পূর্ণ স্বরাজের অঙ্গীকারও শ্রদ্ধা করা হইয়াছিল।এই দিনে স্কুল -কলেজের ছাত্র -ছাত্রীরাও এই উৎসব উদযাপন করে যেমন কুচকাওয়াজ, খেলাধুলা, নাটক, বক্তৃতা, নাচ, গান, প্রবন্ধ রচনা, সামাজিক প্রচারণায় সাহায্য করা, মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা পালন ইত্যাদি। এই দিনে প্রত্যেক ভারতীয়ের উচিত তাহার দেশকে শান্তিপূর্ণ ও উন্নত কবার অঙ্গীকার গ্রহণ করা।

ভারতে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে ভারতের জনগণ অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সাথে উদযাপন করেন। এটি একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হওয়ার গুরুত্বকে সম্মান করিবার জন্য উদযাপিত হয়, যাহা ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ -এ ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকে পালিত হইয়া আসিতেছে।

রাজ্যগুলিতেও, রাজ্যপালের উপস্থিতিতে এই উৎসবটি জমকালোভাবে পালিত হয়। মানুষ এই মহান দিনটি তাহাদের নিজস্ব উপায়ে উদযাপন করে, যেমন সংবাদ দেখে, স্কুলে বক্তৃতা দিয়ে বা ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত যেকোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ভারতে স্বাধীনতার পর 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" এর অস্তিত্ব দেখানোর জন্য, দেশের বিভিন্ন রাজ্য বিশেষ সংস্কৃতির মাধ্যমে তাহাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং অগ্রগতি প্রদর্শন করে। লোক নৃত্য তাহাদের পক্ষের লোকেরা গান, নাচ এবং বাদ্যযন্ত্র বাজানোর পাশাপাশি উপস্থাপন করে।

আমাদের মাতৃভূমি ভারত দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রিটিশ শাসনের দাস ছিল, যাহার সময় ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা প্রণীত আইন মানিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দীর্ঘ সংগ্রামের পর অবশেষে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। প্রায় আড়াই বছর পর ভারত তাহার সংবিধান বাস্তবায়ন করে এবং নিজেকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৫০ সালের ২৬জানুয়ারি প্রায় ২ বছর ১১ মাস এবং ১৮ দিন পরে, আমাদের সংবিধান ভারতীয় সংবিধান পাস করিয়াছিল। নিজেকে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণার সাথে সাথে,২৬ জানুয়ারী ভারতের জনগণ প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করিয়াছিল।প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের জন্য ভারতে বসবাসকারী এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য এটি একটি সম্মান। এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে এবং অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা এবং অনেক কর্মকাণ্ডের আয়োজনের মাধ্যমে মানুষ পূর্ণ উৎসাহের সাথে উদযাপন করে। মানুষ খুব আগ্রহ নিয়া অপেক্ষা করে এই দিনটির একটি অংশ হতে বারবার। জাতীয় উৎসব — বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের নিদর্শন।এই উৎসবের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ্যের রাজধানী এবং জাতীয় রাজধানী নয়াদিল্লিতে এই দিনে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রপতির পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রতিটি রাজ্য তাহার নিজস্ব বৈচিত্র্যের জন্য একটি চিত্রনাট্য উপস্থাপন করে। এর পরে, তিন বাহিনীর প্যারেড, পুরস্কার বিতরণ, মার্চ পাস ইত্যাদি। অবশেষে পুরো পরিবেশটি "জন গণ মন" দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

এই দিনে প্রত্যেকেরই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে তাহারা তাহাদের দেশের সংবিধান রক্ষা করিবে, দেশের সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখিবে, পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে সহযোগিতা করিবে।

২৬ জানুয়ারি উদযাপিত, আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবসের এই উৎসব আমাদের গর্বকে পূর্ণ করে এবং আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অনুভূতি দেয়।, এই কারণেই এই দিনটি সারা দেশে এত আড়ম্বর এবং আনন্দের সাথে পালিত হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের এই উৎসব সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সেই দিন যা আমাদের সংবিধানের গুরুত্ব বোঝে। যদিও আমাদের দেশ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়াছিল। সেদিন আমাদের দেশের সংবিধান কার্যকর হইয়াছিল এবং আমাদের ভারতবর্ষ একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্ব মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজকের যুগে, আমরা যদি স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি বা যেকোনো ধরনের নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে আমাদের আওয়াজ তুলিতে পারি, তাহা হইলে এটি কেবল আমাদের দেশের সংবিধান এবং প্রজাতন্ত্রীয় প্রকৃতির কারণে সম্ভব। এই কারণেই প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের দেশে একটি জাতীয় উৎসব হিসাবে পালিত হয়। সংবিধান এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে আমাদের প্রত্যেক নাগরিককে আন্তরিকভাবে প্রয়াস জারি রাখিতে হইবে। আজকের এই পণ্য তিথিতে এটাই প্রত্যাশা।

বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক মনসুখের

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): সামগ্রিক কোভিড-পরিস্থিতি নিয়ে দেশের মোট ৫টি রাজ্য ও ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া।এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি হল-জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, লাদাখ, উত্তর প্রদেশ চণ্ডীগড়। এদিনের বৈঠকে টিকাকরণ ও কোভিড-টেস্টের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে মঙ্গলবারের বৈঠকে তাঁদের সময়মত কোভিড পরীক্ষা এবং টিকা প্রদানের ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছিলেন, যে সমস্ত রাজ্যগুলিতে তা নেমে গিয়েছে সেখানে পরীক্ষা বাড়ানো উচিত।' কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যেহেতু বিপুল সংখ্যক মানুষ হোম আইসোলেশন বেছে নিচ্ছেন, তাই তাঁদের কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুসারে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।'

প্রজাতন্ত্র দিবসে নানা প্রশ্ন

বিশেষ প্রতিদেবক।। ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ এর সেই ঘোষণা দিয়েই শুরু করছি এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের বিশেষ প্রতিবেদনটি। সকল বঞ্চিত-শোষিত- অর্দ্ধহার- অনীদ্রা- রোগাগ্রস্ত- আবাসনহীন প্রকৃত অর্থে যে মহান নিষ্পাপ নাগরিকবৃন্দ কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ সৈনিক ও অন্যান্য দেশের সেবায় নিয়োযিত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সেই সব মহাবীর শহিদাত্মার প্রতি স্মরণাঞ্জলি। বলছিলাম কি ছিল না সেই ঘোষণায় -The people of India having solemnly resolved to constitute India into e-sovering Democratic Republic and Secure to all its citizes. তাই প্রথমেই চলে আসছি সেই স্থানটিতে justice-social, economic and political ভাবতেই অবাক লাগে সত্যি এই দেশের বৃহদাংশের অতি সাধারণ নাগরিকবৃন্দ কী সঠিক বিচার পাচ্ছেন(?) বর্তমান এই বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে কি তা সম্ভব? এই নিয়ে সঠিক ভাবনা চিন্তা করার মতো কী কেউই নেই এই দেশে? তবে যে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ তাদের মহামূল্য জীবন উৎসর্গ করে গেলেন তার কোন মূল্যই নেই বা সেটার যে কী মূল্য এই দেশবাসী এখনো বুঝতেই পারেনি? যা আগামী প্রজন্মকে কোন পথে ধাবিত করবে।

একটা কথা না বলেই যে পারছি না- 'বিলম্বিত বিচার মানেই উপেক্ষিত বিচার' এটাই যে চলছে এখন এই স্বাধীন ভারতের বর্তমান বিচার ব্যবস্থায়। এটাই কী স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে প্রজাতন্ত্রে মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকবৃন্দের কাম্য? তাছাড়া যে ভাবে ভারতীয় প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় আঘাত হানা হচ্ছে, সেটা কী এই প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রয়াস নয়? তাই বলতে হয় এমন কোন জাতি বা দেশ পৃথিবীতে আছে কী নিজের সভ্যতাকে বিকিয়ে দিয়ে অন্যের উপর নির্ভর করে উন্নতির শিখরে উঠতে পেরেছে? হ্যাঁ এটাই বাস্তব সত্য যে, নিজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সমাজ ব্যবস্থার ক্রটিকে শোধরে নিযে অন্যের উত্তম দিকটার সংযোজন করেই বহুদূর এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েই অএনকেও দেখাচ্ছে সঠিক পথ। আর এই দেশের অবস্থা কী হতে যাচ্ছে? নিজেদের ঐশ্বর্য্য-ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে ওদেরই সানন্দে গ্রহণ করেই যেন ধন্য হয়ে যাচ্ছি। বাস্তবিক অর্থে যে এটাই ঐতিহাসিক বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন থেকেও কী এই দেশবাসী কিছুই শিখতে পারেনি। পরম দয়াল ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ যে 'কল্পতরু' হয়েছিলেন ১লা জানুয়ারী আর ঠাকুরের পরম আশীর্বাদটিই বা কি ছিল? 'তোমাদের চৈতন্য হোক' এটাই ছিল তাঁর সব সময়ে আশীর্বাদ ভক্তদের প্রতি কাতর আহ্বান। সেদিনও এমনটাই হয়েছিল একেবারেই নির্দিষ্ট কোন ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে চিকাগো মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন না স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁর কথায় কথায় প্রতিটি শব্দেই ছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার-কৃষ্টি- সংস্কৃতির সেই মানব জাতির চৈতন্যোদয়ে অমৃতকথা। যার মধ্যে প্রতিটি ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর মর্মস্পর্শী আহ্বান ঃ 'আত্মীকরণ ধ্বংস নয়, ঐক্য ও শান্তি এবং বিবাদ নয়।' সেখান থেকে যে বোধোদয় এর পরিণতি অবশ্যই পরবর্তী সময়ে তেমন কোন দুঃসাহস কেউ করেনি যে এমন ধর্ম মহা সম্মেলন ডেকে নিজেকে বড় মহান বলে ঘোষণা দেবে তারপরে তুফানের ন্যায় কাজ করে স্বামী বিবেকানন্দ কি বলে গিয়েছেন এই দেশবাসীর উদ্দেশ্যে? শুধু কি কাগুজে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই সব হয়ে যাবে? শ্রী রামকৃষ্ণ বলতেন সিদ্ধি সিদ্ধি করলেই হয়না- কাজে কর্মে করে দেখাতে হবে তবেই হয় তাই সত্তর বছর স্বাধীনতা লাভের পরেও কেন ৭০/৭৫ ভাগ জনগণ সেই পরাধীনতার চেয়েও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন? মহান স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মহানায়কদের স্বপ্ন ছিল, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করার। কিন্তু কোথায় 'স্বরাজ স্বাধীনতা' এ যেন দখলদার বর্বরদের শোষণ দমন পীড়নকেও হার মানিয়েছে।

আর তার জন্যেই সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এমন দুরাবস্থার সৃষ্টি করেছে। বর্তমান তথাকথিত স্বাধীন দেশে এই সত্তর বছর পরে কি দেখতে পাচ্ছে? একশ্রেণীর শিল্পপতি এবং তাদের হাতের পুতুল রাজনেতাই এখন এই দেশের মোট সম্পদের ৮০ শতাংশের মালিক। ভস্ট্রাচারীরা তাদের কালো হাত প্রসারিত করে সমস্ত কিছুতেই আধিপত্য কায়েম করে নিয়েছে। তাই বলতে দ্বিধা নেই, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কি এমনভাবে লুটেরাদের হাতে দেশের দায়িত্ব দিতেই মহান জীবনটাকে উৎসর্গ করেছিলেন? নাকি এখনো সেই লড়াই শেষ হয়নি? তাই শুরু হয়েছে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্রিটিশ কায়দায় শাসন-শোষণ- আম আদমীর উপর দমন পীড়ন বন্ধ করতেই স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধের মহান অস্ত্র সমস্ত আম আদমী বা সাধারণ নাগরিকবৃন্দের ঐক্যতান। নীরব বিপ্লবের সম্মিলিত ভাবেই করতে হবে সব কিছুর পরিবর্তন।

আর কিছুই নয় একেবারে নূতন এবং বৈকল্পিক চিন্তা চেতনায় ভ্রষ্টাচারমুক্ত ভারত গড়ার স্বপ্ন নিয়ে অঙ্গিকাররা নূতন দল আম আদমিদের শক্তিতেই ভরপুর। স্বাধীনতার ৭০ বছর দেশের জন্য বাম, মধ্যবর্তী জাতীয় ও আঞ্চলিক সব রাজনৈতিক দলেরই শাসন দেখার সৌভাগ্য হয়েছে এই দেশবাসীরা কিন্তু বর্তমান ক্রান্তিকারী যে দলটি একের নূতন ভাবনা নিয়ে এক আশার আলো দেখাচ্ছে সামজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের। তাদের হাতে অন্তত একবার শাসনভার দেওয়া যেতেই পারো বর্তমান ভ্রষ্টাচারীদের করাল গ্রাস থেকে দেশও জাতীকে রক্ষা করতে এটাই সর্বোত্তম এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলেই মনে করছি " Liberty of thought expression, belief and worship" স্বাধীনতার চিন্তা চেতনায় প্রকাশিথ হোক বিশ্বাস এবং আস্থার মাধ্যমে যা এতদিন ছিল দূর অন্তমিত অবস্থায়। চলছিল সাধারনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রহসনাত্মক কার্যকলাপ। জনতার নামে যতসব প্রকল্প যার বাস্তবায়ন করতে হিমসিম ক্ষেতে হচ্ছে সর্বস্তরে। কারণ সেখানে 'স্বরাজ' বলতে কিছুই নাই। চলছে রাজধানীর শীততাপ নিয়ন্ত্রীত কক্ষে বসে এক শ্রেণির আমলা ও কিছু নেতা নেত্রীর নামে প্রকল্প রূপায়ণ। মনে হচ্ছে যেন এই দেশটা ওদের পৈত্রিক সম্পত্তি এবং তাঁরা ব্যতীত এই দেশটার কোন গতি ছিল না ও নাই সব কিছুর অধিকারী কেবল তাঁরাই। তা সকলের মনে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আস্থা ভক্তি অটুট রাখার প্রয়াজন গ্রাম থেকে শহর বাহ্য থেকে কেন্দ্র যে প্রকল্প রূপায়ণ হবে তাহা সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসেই হোক সকলের মতামতের উপর নির্ভর করে। নাকি কিছু আমলা আর নেতাদের মনতাড়া। আয় সেই রকম কিছু ঘটেই চলছে বলেই গণতন্ত্রের পূজারীরাও হারিয়ে ফেলছে তাঁদরে আস্থা হতাশাচ্ছন্ন দেশের প্রতিটি আম আদমি।

কারণ এতোটাই সংবিধানে যা বলা হচ্ছে তার সঠিক প্রয়োগ খোথায় সাধারণের জন্য ? এটাই প্রশ্ন। কথায় বলে " Works is worship" যদি কর্ম করে সঠিক ফল না মেলে সেখানে কি কোন মূল থাকতে পারে তার? তেমনি দেশের স্বাধীনতা গণতন্ত্র এবং মহান সংবিধানের প্রতি জনতার প্রত্যাশা। তেমনি " Equality of status and opportunity and to promote among them all" সমানতা সামাজিক মর্যাদা সুযোগ সুবিধার মাদ্যমে বন্টন ব্যবস্থাদির সুফলটা যেন সকলেই পায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কি চলছে দলীয় করণ, ক্ষমতাশালীদের প্রতি ঢালাও সুযোগ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি। তাহা কোন দিনই মঙ্গ হতে পারে না তাই এই ব্যবস্থাদির উপরও জনগণের তেমন আস্থা থাকতে পারে না। তাই এই সব ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন একান্তভাবেই। তাছাড়া "Freternity assuring the dignity of the individual and the unity of the nation" ভ্রাতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত জাতি বা দেশের জন একান্ত জরুরী। কিন্তু সেখানেও যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাহা সৌভ্রাতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত বৈষম্যের পথে ঠেলে দিতে বাধ্য পূর্বের চেয়েও বেশি বলেই মনে হচ্ছে। যেখানে ১০ বছরের জন্য করা হয়েছিল সংরক্ষিত, কিন্তু তাহা যেন চিরস্থায়ী হতে যাচ্ছে। সেখানটায় সংরক্ষিত যে বিধি ব্যবস্থা উপকৃত হচ্ছে কারা? যারা প্রকৃতই অর্থনৈতিকভাবে উন্নথ তারা। তাই এই সংরক্ষণ পদ্ধতির এক্ষুনি পরিবর্তন একান্তভাবেই প্রয়োজন উল্লিখিত সৌভ্রাতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত জাতি বা দেশের ঙ্গলের জন্য।

পাঁচের দশকে আন্তর্জাতিক প্রভাবের শীর্ষে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু

ড. বিমল কুমার শীট

দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করে। আর এই সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসেন স্বাধীনতা সংগ্রামী জওহরলাল নেহরু। তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতকে দিয়ে ছিলে মর্যাদাপূর্ণ আসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেত্তর দুনিয়ার প্রদান শক্তিগুলির পাশে ভারতকে কখনই ম্রিয়মান বলে মনে হয়নি। তার একটি নিজস্ব সত্তা, আত্মসম্মান ও বলিষ্ঠ মতাদর্শ অম্রান ছিল। সদ্য স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনি আন্তর্জাতিক প্রভাবের শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা।

ইংল্যান্ডের রানির অভিষেকের সময় লন্ডনে প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মুখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু। তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিজস্ব নীতি অনুসারে, নেহরু তখন পর্যন্ত কমনওয়েলেথের মধ্যে থাকা স্থির করেছিলেন। এর ফলে তাঁর পক্ষে পরিবর্তিত অবস্থায় এক প্রভাবশালী ভূমিকা গ্রহণে ব্রিটেনকে সাহায্য করা সম্ভব হয়েছিল। কাজেই বিশ্ব পরিস্থিতির যে সার্বিক বিশ্লেষণ নেহরু করেছিলেন, সকলেই সেটি শ্রদ্ধা নিয়ে শুনেছিলেন। এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের সম্ভবত যে বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার তাৎপর্য ভালো করে অনুধাবদ করার উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। নেহরুর মতে স্ট্যালিনের মৃত্যুতেক সোভিয়েত নীতির ঝোঁক পাল্টে গিয়েছিল। অন্য প্রধানমন্ত্রীকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাঁরা যেমন সোভিয়েত ও চিনকে অবিশ্বাস করেন, তেমনি ওই দুই দেশও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বাসের চোখে দেখেন না। এই পারস্পকি সন্দেহও ভয় ক্রমেই কাটিয়ে উঠতে হবে।

ব্রিটেনের প্রতি নেহরুর মনোভঙ্গী হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। কিন্তু ওই সম্পর্কের মধ্যেও যথেষ্ট চাপ ছিল। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাধারণভাবে তাঁর যে উৎসাহ ছিল, সেটা বাদ দিলেও নেহরুর কাছে আফ্রিকা ছিল সমুদ্রের ওপারে এক প্রতিবেশীর মতো, যার সঙ্গে ভারতের সরাসরি স্বার্থের সম্পর্ক ছিল। যদিও তিনি মাইমাউ আন্দোলন ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে দুঃখ প্রকাশ কেরেছিলন যে ব্রিটিশদের প্ররোচনার বিরুদ্ধে আফ্রিকাবাসীদের সামনে প্রতিরোধের জন্য অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। ব্রিটিশেরা আফ্রিকার মানুষদের উপর যে বিরাট অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে বহুজাতিক সমাজ গটনের কথা, সন্ত্রাসবাদের নিন্দা এবং আফ্রিকায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত করার উফর জোর দেওয়া ইত্যাদি অর্থহীন হয়ে পড়েছিল।

এই চিন্তাধারা অনুসারে,নেহরু এক প্রকাশ্য ভাষণে ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করেন এবং কেনিয়ার জনগণকে তাঁর সহামুভূতি জানান। ফলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সচিব লর্ড সুইনটন রুষ্ট হলেন এবং তাঁর মতে এতে ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছিল। নেহরু বললেন যে আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ একটা বিশ্ব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সে বিষয়ে ভারতীয়দের জোরালো কিছু বলার আছে। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পরিমিত ও বিদ্বেষহীন ভাবে প্রকাশ না করলে, অন্যেরা সে জায়গায় অনেক বেশি কথা শোনাত। কমনওয়েলথে ভারতের সদসস্যগণকে তিনি বার বার সমর্থন জানিয়ে এসেছেন এবং অনেক বিষয়ে ব্রিটিশ নীতির প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষ স্পর্কে চুপ করে থাকলে, তাঁর মতামত দুর্বল হয়ে পড়ত। এ সত্ত্বেও সুইনটন নিজের বক্তব্যে অনড় থাকলেন। কাজেই নেহরু তাঁকে কড়া ভাষায় একটা প্রতিবাদ পত্র লিখে পাঠিয়ে দিলেন।

এই একই কথা নেহরু লন্ডনে প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে, চার্চিলকে সংবাদপত্রে এবং টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে বলেছলেন। কিন্তু সুইনটনের মতো ত্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া আর কারো হয়নি। বিশেষ করে চার্চিল, নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গী ও তার গুরুত্বকে মূল্য দিয়েছিলেন। আফ্রিকা সম্পর্কে নেহরুর মতামত তাঁর মনে ধরেছিল। পর্তুগালের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে নেহরুর সঙ্গে তিনি একমত হয়েছিলেন এবং ইজিপ্টের সঙ্গে ব্রিটেনের নীতি ঢেলে সাজাবার জন্য নেহরুর সাহায্য চেয়েছিলেন।

আরবদের সমর্থনে তাঁর সহানুভূতির কথা নেহরু গোপন রাখেননি। কারণ তিনি মনে করতেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সার্বিকসংগ্রামেরই অঙ্গ ছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আরব -ইজরায়েল প্রশ্নে তিনি একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরতে চাইছিলেন। তবে তাঁর ভাষায়, এই নিরপেক্ষ আরবদের দিকে ঝুঁকলেও ইহুদি বিরোধী ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে ইহুদি ও আরব দুটি স্ব-শাসিত অংশ নিয় একটা প্যালেস্টাইন ফেডারেশন গঠিত হোক, যেখানে জেরুজালেম এক বিশেষ স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে থাকবে এবং দরকার হলে দশ বছর পর সমগ্র বিষয়টি পুনর্বিবেচিত হবে। কিন্তু ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তখন তিনি বুঝলেন সেটাকে আর বদলানো যাবে না। পরে ইজরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিলেন। কিন্তু ভারতে মুসলিম সহানুভূতির কথা মনে রেখে, তেলঅভিভে সঙ্গে সঙ্গে কোনো দূতাবাস স্থান করলেন না। লন্ডন থেকে ফেরার পথে কায়রোতে নাসের ও তাঁর সহকর্মীদের তিনি পরামর্শ দিলেন সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে দৃঢ় থেকেও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে রূঢ় ভাষা না ব্যবহার করতে। এর পরে তাঁদের কথাবার্তার পর অনেক নরম হল, যার ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে সুবিধা হয়ে গেল। নেহরুর এই সহায়তাকে চার্চিল স্বীকার করেছিলেন---আপনার বার্তার জন্য এবং ইজিপ্ট ও ইজরায়েলের ব্যাপারে আপনার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ—চার্চিল।

এত কিছু সত্ত্বেও ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নীতির কোনো পরিবর্তন ঘটল না। ব্রিটিশ গায়ানায় জাতীয়তাবাদী নেতারা এই দেখে হতাশ হয়েছিলেন যে, সমবেদনা প্রকাশ ছাড়া ভারত আর কিছুই করল না। কিন্তু আফ্রিতার ধাঁচে উপনিবেশবাদীদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাকেও প্রতিহত করেছিলেন। আফ্রিকাবাসীদের সঙ্গে স্থানীয় শাসনের ছলে, দক্ষিণ আফ্রিকার ধাঁচে উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে যে প্রায় বন্যজন্তুর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে, এই কথা উল্লেখ করে তিনি বারবার বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং শুধুমাত্র যুদ্ধ করা ছাড়া সর্বশক্তি নিয়ে বর্ণবৈষম্য প্রতিরোধ করার জন্য ভারতের হয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কেবল কমনওয়েলেথের মধ্যেই ভারতের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল না। কোরিয়া চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। কমিশনের কাজ ছিল দু'পক্ষের যুদ্ধবন্দিদের পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলা এবং চাইলে পরে পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা। এই দায়িত্ব প্যায়াটা মামুলি ছিল না। এক বিশাল, বিস্তৃত দেশে নেহরু গড়ে তুলেছিলেন প্রতিনিধিমূলক সরকারের বুনিয়াদ। সে সময় সারা এশীয় মহাদেশ জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নগণ্য স্বৈরাচারী মান্যতা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন নেহরু দেখাতে পেরেছিলেন যে দরিদ্র, নিপীড়িত, অশিক্ষিত জনগণকে দিয়েও গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির সূক্ষ্ম রীতিনীতি কাজে লাগানো সম্ভব। পার্লামেন্টে নেহরু স্বমহিমায় সমাসীন ছিলেন এবং নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানকে করেছিলেন গৌরবমণ্ডিত। তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতীক। রাজনীনিতে ভারতীয় জনগণের এই ধরনের অংশগ্রহণ অন্যান্য কর্মক্ষেত্রেও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। এক ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাসে জেগে উঠেছিল এবং বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের বৃহত্তম ভূমিকা ও স্বদেশে নানা ধরনের সফলতা গর্বের কারণ হয়ে উঠেছিল। দেশে ১৯৫৩-৫৪ সালের শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্র থেকে মিলিয়ন টন বেশি হয়েছিল। বিশাল ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের অন্যান্য বহুমুখী প্রকল্প, যেগুলিকে নেহরু আধুনিক ভারতের মন্দির বলে অভিহিত করেছিলেন, সবই রূপায়ণের পথে ছিল। দারিদ্র্যের মূল সমস্যা একইরকম রয়ে গিয়েছিল এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। দেশে ব্যাপক বেকারিও ছিল। সামাজিক পরিবেশের যে পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় ছিল সেটা তখনও পর্যন্ত নেমন নজরে পড়ছিল না।

তবুও বেশিরভাগ লোকের কাছে কাঙিক্ষত হলেও উন্নতির গতি একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি। দেশের লোকের মনে এই স্বপ্ন যে নেহরু জাগিয়ে তুলেছিলেন, সেটাই এই কয়েক বছরে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল। এছাড়া যুদ্ধ বর্জন নীতি এবং এশিয়াকে তার নিজস্ব ঝামেলা মেটাতে দেওয়া, বা আফ্রিকা থেকে বর্ণবৈষম্য দূর করা এই সব দাবি উত্থাপন এবং এগুলির জন্য সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবাদী, গঠনমূলক প্রস্তাব বেশ করায় বহির্বিশ্বে তিনি প্রভৃত সমর্থন পেয়েছিলেন। এমনকী যুক্তরাষ্ট্রেও সরকারের বাইরে, নেহরুর বেশ কিছু পড়ার মতো শ্রোতার সৃষ্টি হয়েছিল। নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও আণবিক অস্ত্র সংবরণের জন্য তাঁর নিরলস চেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রে নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী ও স্পষ্ট প্রতিবাদ এবং ইন্দো-তিন সম্বন্ধে দক্ষিণ এশীয় সরকারগুলিকে তাঁর দৃষ্টিবঙ্গীর সমর্থনে সুসংবদ্ধ করে তোলার সাফল্য বিশ্ব রাজনীতিতে নেহরুকে এক সুউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়া বিশ্বের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): আমাদের নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিভিন্ন দেশের জন্য একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। জাতীয় ভোটার দিবসে এই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার নমো অ্যাপের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মতবিনিময়ের সময় লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করার ও স্বাধীনতার অমৃতকালে অনুষ্ঠিতব্য সমস্ত নির্বাচনে ৭৫ শতাংশ ভোটদান নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানটি মূলত ছিল গুজরাট বিজেপির সমস্ত বুথ ইনচার্জ, পান্না প্রধান এবং পান্না সমিতির কর্মীদের কেন্দ্র করে। এতে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলও। জাতীয় ভোটার দিবসে বিজেপি কর্মীদের প্রধানমন্ত্রী বোঝান এক-একটি ভোটের কতটা গুরুত্ব। তিনি বলেছেন, স্বাধীনতার পর ভারতীয় জনগণ ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে আপনাদের একটি ভোটের কারণে। ১৯৫০ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের নির্বাচন কমিশন, তাই এই দিনে ভোটার দিবস পালিত হয়।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রাপ্ত সমস্ত ক্ষমতা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সেই সমস্ত দেশগুলির মধ্যে একটি যেখানে নির্বাচন কমিশন (ইসি) জনগণকে নোটিশ জারি করতে পারে, আধিকারিকদের বদলি করতে পারে। তিনি বলেন, সমস্ত রাজনৈতিক দল, এমনকি সুপ্রিম কোর্টও তা সম্মান করে। এক দেশ-এক ভোটার তালিকা, এক দেশ-এক নির্বাচনের বিষয়ে সুস্থ আলোচনার আহ্বান জানিয়ে দেশে একযোগে নির্বাচনের বিষয়ে ঐক্যমত গড়ে তোলার জন্য বিজেপি-সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং নাগরিকদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম সদস্য এনসি দেববর্মার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজে নিতে আজ তাঁর কৃষ্ণনগরস্থিত নিবাসে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

কংগ্রেস-ত্যাগ, বিজেপি-তেই যোগ দিলেন আর পি এন সিং

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ইঙ্গিত তিনি নিজেই দিয়েছিলেন, সেই মতো ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন সদ্য প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রতনজিৎ প্রতাপ নারাইন সিং। মঙ্গলবার দুপুরে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও উত্তর প্রদেশের বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্রদেব সিংয়ের উপস্থিতিতে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন আর পি এন সিং। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ও উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্যও।

কংগ্রেস থেকে মঙ্গলবার ইস্তফা দিয়েছেন প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রতনজিৎ প্রতাপ নারাইন সিং। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আর পি এন সিং জানান, 'নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করছি।' আর পি এন সিং টুইট করে জানান, 'আমার রাজনৈতিক যাত্রায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছি। জয় হিন্দ।' কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী লেখা চিঠিতে সিং উল্লেখ করেছেন, 'অবিলম্বে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে আমি ইস্তফা দিচ্ছি। দেশের সেবা করার সুযোগ পাওয়ায় জনগণ ও দলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।' সূত্রের খবর, উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে আর পি এন সিংয়ের ঘনিষ্ঠদের টিকিট না দেওয়ার কারণেই হতাশ ছিলেন তিনি। দলের প্রতি মনোমালিন্যের কারণেই কংগ্রেস ত্যাগ করলেন সিং। উত্তর প্রদেশের কুশীনগরের প্রাক্তন সাংসদ ছিলেন আর পি এন সিং।

আর পি এন সিংয়ের ইস্তফায় ক্ষুব্ধ কংগ্রেস। কংগ্রেসের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাতে জানিয়েছেন, 'কংগ্রেস পার্টি যে যুদ্ধে লড়ছে তা শুধুমাত্র বীরত্ব দিয়েই লড়া যায়... এর জন্য সাহস, শক্তির প্রয়োজন এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী জি বলেছেন কাপুরুষরা লড়াই করতে পারে না।' দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন ঝাড়খণ্ড কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি রাজেশ ঠাকুর। তাঁর কথায়, 'আমরাই কংগ্রেসের সত্যিকারের সৈনিক, আমরা এখানেই বাঁচব এবং এখানেই মরব।'

কংগ্রেস থেকে ইস্তফা আর পি এন সিংয়ের বললেন নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছি

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ফের বড়সড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস। কংগ্রেস থেকে মঙ্গলবার ইস্তফা দিয়েছেন প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রতনজিৎ প্রতাপ নারাইন সিং। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আর পি এন সিং জানিয়েছেন, 'নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করছি।' আর পি এন সিং টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমার রাজনৈতিক যাত্রায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছি। জয় হিন্দ।' কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী লেখা চিঠিতে সিং উল্লেখ করেছেন, 'অবিলম্বে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে আমি ইস্তফা দিচ্ছি। দেশের সেবা করার সুযোগ পাওয়ায় জনগণ ও দলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।' সূত্রের খবর, উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে আর পি এন সিংয়ের ঘনিষ্ঠদের টিকিট না দেওয়ার কারণেই হতাশ ছিলেন তিনি। দলের প্রতি মনোমালিন্যের কারণেই কংগ্রেস ত্যাগ করলেন সিং। উত্তর প্রদেশের কুশীনগরের প্রাক্তন সাংসদ হলেন আর পি এন সিং। আর পি এন সিংয়ের ইস্তফা ক্ষুব্ধ কংগ্রেস। কংগ্রেসের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাতে জানিয়েছেন, 'কংগ্রেস পার্টি যে যুদ্ধে লড়ছে তা শুধুমাত্র বীরত্ব দিয়েই লড়া যায়... এর জন্য সাহস, শক্তির প্রয়োজন এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী জি বলেছেন কাপুরুষরা লড়াই করতে পারে না।' দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন ঝাড়খণ্ড কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি রাজেশ ঠাকুর। তাঁর কথায়, 'আমরাই কংগ্রেসের সত্যিকারের সৈনিক, আমরা এখানেই বাঁচব এবং এখানেই মরব।'

দক্ষিণ চিন সাগরে ভেঙে পড়ল আমেরিকার যুদ্ধবিমান, আহত ৭ সেনা

বেজিং, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): রুটিন মহড়ার সময় দক্ষিণ চিন সাগরে ভেঙে পড়ল আমেরিকার একটি যুদ্ধবিমান। ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে আমারিকার নৌবাহিনী। উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না নাশকতার আশঙ্কাও। সোমবার এফ-৩৫সি যুদ্ধবিমানটি অবতরণ সংক্রান্ত সমস্যায় পড়ে। আমেরিকার নৌবাহিনীর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ চিন সাগরে রুটিন সফরে গিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হয় যুদ্ধবিমানটি। আহত হন ৭ সেনা। বিমানের পাইলটকে আমেরিকান সেনা হেলিকপ্টার উদ্ধার করে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুদ্ধবিমানের বাকি আহতদের শারীরিক অবস্থাও আপাতত স্থিতিশীল। তবে কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা তদন্তসাপেক্ষ বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে আমেরিকার নৌবাহিনী। উঠে আসছে নাশকতার তত্ত্বও। কারণ, দক্ষিণ চিন সাগরে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম রাখতে সবরকম চেষ্টা চালায় চিন। কিন্তু, আমেরিকা কোনও মতেই তা হতে দিতে রাজি নয়।

২৭ জানুয়ারি পঞ্জাবে যাচ্ছেন রাহুল, ভোটমুখী রাজ্যে নানা কর্মসূচি কংগ্রেস নেতার

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ২৭ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার পঞ্জাব সফরে যাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। ভোটমুখী এই রাজ্যে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির। পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু মঙ্গলবার টুইট করে জানিয়েছেন, ২৭ জানুয়ারি পঞ্জাবে আসছেন রাহুল গান্ধী। প্রস্তাবিত কর্মসূচি অনুযায়ী অমৃতসরের শ্রী হরমন্দির সাহিবে পূজার্চনা করবেন রাহুল, সেখানে উপস্থিত থাকবেন কংগ্রেসের ১১৭ জন প্রার্থী, ওই ১১৭ জন প্রার্থীর সঙ্গে তিনি যাবেন ভগবান বাল্মীকি তীর্থস্থলে। সিধু টুইট করে জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধীজি ২৭ জানুয়ারি পঞ্জাবে আসছেন, সমস্ত কংগ্রেস কর্মী তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। দিল্লি-অমৃতসর বিশেষ বিমানে সকাল ৯টার মধ্যে অমৃতসর আসার কথা রাহুলের। সারাদিন একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি। সফরের একেবারে শেষে পৌঁছবেন জলন্ধরে, সন্ধ্যায় জলন্ধর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন।

দিল্লিতে শীঘ্রই উঠতে চলেছে করোনার বিধিনিষেধ, ইঙ্গিত কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে খুব শীঘ্রই উঠতে চলেছে করোনা-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ। ইঙ্গিত দিলেন স্বয়ং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লিবাসীকে আশ্বস্ত করে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই আপনাদের জীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনব। বুধবার প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে মঙ্গলবার সকালে দিল্লি সচিবালয়ে দিল্লি সরকারের পক্ষ থেকে আয়োজিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবসের সমারোহ। এদিন তেরঙা উত্তোলন করার পর কেজরিওয়াল জানান, দিল্লিতে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে করোনা। কেজরিওয়াল এদিন জানান, বিগত ১০ দিনের মধ্যেই কোভিড পজিটিভিটি রেট ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। মঙ্গলবার তা ১০ শতাংশ, টিকাপ্রদানে ধারাবাহিক গতির কারণেই এ সব সম্ভব হয়েছে। কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, শীঘ্রই আমরা (কোভিড) বিধিনিষেধগুলি দূর করার চেষ্টা করব এবং আপনাদের জীবনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করব...সেই লক্ষ্যে সমস্ত প্রচেষ্টা করব আমরা।'

বড় ঘোষণা কেজরির, দিল্লির অফিসে থাকবে শুধুই আম্বেদকর ও ভগৎ সিংয়ের ছবি

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে বড় ঘোষণা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, দিল্লি সরকারের অধীনস্থ সমস্ত সরকারি অফিসে এবার থেকে মুখ্যমন্ত্রী অথবা কোনও রাজনৈতিক নেতার ছবি থাকবে না। সমস্ত সরকারি অফিসে থাকবে ভারতরত্ন বি আর আম্বেদকর ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিংয়ের ছবি।

বুধবার প্রজাতন্ত্র দিবস, তার আগে মঙ্গলবার সকালে দিল্লি সচিবালয়ে দিল্লি সরকারের পক্ষ থেকে আয়োজিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবসের সমারোহ। এদিন তেরঙা উত্তোলন করার পর বড় ঘোষণা করেছেন কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমি ঘোষণা করছি দিল্লি সরকারের অধীনস্থ সমস্ত অফিসে এবার থেকে শুধুমাত্র বি আর আম্বেদকর ও ভগৎ সিংয়ের ছবি থাকবে। এবার থেকে কোনও মুখ্যমন্ত্রী অথবা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ছবি রাখা হবে না।'

কয়লা- নারদ থেকে ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্তে থাকা অখিলেশ পাচ্ছেন 'প্রেসিডেন্ট মেডেল'

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): এবার প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্য পুলিশের ২ জন প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল ও ১৬ জন পুলিশ মেডেল পাচ্ছেন। সিবিআই-এর ৬ জন প্রেসিডেন্ট মেডেল ও ২৩ জন পুলিশ মেডেল পাচ্ছেন। সিবিআইয়ের কলকাতা ব্রাঞ্চের ডিআইজি অখিলেশ সিংহ প্রেসিডেন্ট মেডেল পাচ্ছেন। উল্লেখ্য, সিবিআই কর্তা অখিলেশ সিংহ কয়লা, গরু, নারদ, ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার তদন্ত করেছেন।

কয়লা ও গরু পাচার কাণ্ড, নারদা কাণ্ড এমনকি ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্ত পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ মামলা তাঁরই নেতৃত্বে হয়েছে। তাঁর তদন্তেই কয়লা ও গরু পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত হিসাবে একাধিক প্রভাবশালীর নাম উঠে এসেছে। একাধিক প্রভাবশালীকে গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় তাঁর নেতৃত্বে তদন্তে গতি পেয়েছে। ইতিমধ্যেই ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় ৫১ টি এফআইআর দায়ের হয়েছে। এখনও এই তদন্ত চলছে। ডিআইজি সিবিআই অখিলেশ কুমার সিং ২০২১ সালের ১৭ মে নারদকাণ্ডে চার হেভিয়েট মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায় (প্রয়াত হন কিছু মাস আগে) এবং শোভন চট্টোপাধ্যায় এই চার ওজনদারকে বাড়ি থেকে নিয়ে এসে গ্রেফতার করান। এ ছাড়াও কয়লা পাচারকাণ্ড থেকে গরুপাচারের মত গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত করেছেন। এমনকি রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা ঘটনায় হাইকোর্ট হিংসা ও খুনের ঘটনার তদন্তভার দেয় সিবিআইকে। সেখানে তদন্তকারী আধিকারিকদের মধ্যে ছিলেন অখিলেশ সিং। বিকাশ মিশ্র থেকে চার কয়লা মাফিয়ার গ্রেফতার (বর্তমানে জামিনে রয়েছেন) তাঁর হাতেই।

২০০৩ ব্যাচের অসম ক্যাডারের আইপিএস হলেন অখিলেশ সিংহ। তিনি ২০১৯ সালে সিবিআই-তে যোগ দেন। তখন থেকেই কলকাতায় তিনি কর্মরত। দুর্নীতি দমন শাখার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন অখিলেশ সিংহ। স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও ব্যাঙ্কিং ও সিকিউরিটি ফ্রড ব্রাঞ্চেরও শীর্ষ পদাধিকারী তিনি।

সিবিআই-তে যোগ দেওয়ার আগে অখিলেশ সিংহ ১৫ বছর অসমে কর্মরত ছিলেন। তিনি অসমের গোয়ালপাড়া, শিবাসাগর এবং তিনসুকিয়ায় পুলিশ সুপার পদে কর্মরত ছিলেন। ডিআইজি পদে তিনি দীফু, শিলচর ও গুয়াহাটিতে কর্মরত ছিলেন।

এর আগেও ২০১৪ সালে পুলিশ মেডেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। ২০২১ সালে ১ জানুয়ারি অসম সরকার তাঁকে আইজিপি পদে উন্নীত করে। আইন শৃঙ্খলার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরপেক্ষ বলিষ্ঠ তদন্তের জন্য তিনি তাঁর এযাবৎ কর্মজীবনে একাধিকবার সম্মানীত হয়েছেন।

এবার বাংলায় তিনি সম্মানীত হচ্ছেন। রেড রোডে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে তাঁকে প্রেসিডেন্ট মেডেল প্রদান করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ৭৩ তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের ৯৩৯ জন পুলিশ কর্তাকে সম্মানীত করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে ১৮৯ জন বীরত্বের জন্য পুলিশ মেডেল পাচ্ছেন। ৮৮ জন প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল পাচ্ছেন। দক্ষ সেবার জন্য জন্য পুলিশ মেডেল পাচ্ছেন ৬৬২ জন।

উল্লেখ্য, ১৮৯ জনের মধ্যে ১৩৪ জন জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে বীরত্বের সঙ্গে কাজ করায় পুলিশ মেডেল পাচ্ছেন। ১১৫ জন জম্মু কাশ্মীরে কর্মরত পুলিশ, ৩০ জন সিআরপিএফ জওয়ান, ৩ জন আটবিপি জওয়ান, ২ জন বিএসএফ, ৩ জন সশস্ত্র সীমা বল, ১০ জন ছত্তিশগড় পুলিশ, ৯ জন ওড়িশা পুলিশ ও ৭ জন মহারাষ্ট্র পুলিশ সম্মানীত হবেন।

মঙ্গলবার আগরতলায় পালন করা হয় জাতীয় ভোটার দিবস। ছবি নিজস্ব।

প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য তৈরি অসম, গুয়াহাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন রাজ্যপাল মুখি

গুয়াহাটি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : দেশের অন্য প্রান্তের সঙ্গে সংগতি রেখে অসমেও সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল বিধি মেনে উদযাপন করা হবে প্রজাতন্ত্র দিবসের কার্যসূচি। কোভিডের আবহে দেশের ৭৩-তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত অসম। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মূল প্রবেশদ্বার গুয়াহাটি মহানগরী-সহ সমগ্র অসমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে। পুলিশ ও আধাসেনা বাহিনী-সহ বিভিন্ন স্তরের নিরাপত্তা সংস্থা রাজ্যের সর্বত্র সুরক্ষা বেষ্টনী গড়ে তুলেছে। জঙ্গি সংগঠনগুলি নাশকতা সংগঠিত করতে পারে বলে আশংকা করে রাজ্যের সর্বত্র তালাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। রাজ্যের সব কয়টি থানা, নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প সহ সর্বত্র সর্তকতা জারি করা হয়েছে। অসমের কাছাড়, করিমগঞ্জ, ধুবড়ি ইত্যাদি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে বিএসএফের তৎপরতা। যেকোনও ধরনের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে বিএসএফের জওয়ানদের কঠোর অবস্থান নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগামীকাল দেশের ৭৩-তম প্রজাতন্ত্র দিবস রাজ্যের প্রতিটি জেলা মহকুমা সদরে নিরাপদে উদযাপন করতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন তৈরি। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপিত হবে প্রজাতন্ত্র দিবস। গুয়াহাটির খানাপাড়া ময়দানকে ইতিমধ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। আগামীকাল সকাল ৯-টায় রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে প্রজাতন্ত্র দিবসের পরম্পরা কার্যসূচির শুভারম্ভ করবেন।

এদিকে কোভিড পরিস্থিতিত গতবারের মতো এবারও গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে এক হাজার জনকে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছে রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর। এছাড়া জেলা স্তরের অনুষ্ঠানে ৫০০ এবং মহকুমাস্তরে অনুষ্ঠেয় প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে সর্বাধিক ২০০ জনকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গত বছরের মতো এবারও এনসিসি, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করতে পারবেনা না। কেবল তা-ই নয়, অসম পুলিশ বা আধাসেনা বাহিনীর যাঁরা প্যারেড প্রদর্শন করবেন তাঁদের অন্তত পক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগের কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট এবং কোভিডের দ্বিতীয় ডোজ টিকার প্রমাণপত্র প্রদর্শন করে ময়দানে প্রবেশ করতে হবে, জানানো হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা দফতরের নির্দেশকায়।

অন্যদিকে, গুয়াহাটি মহানগর পুলিশ কমিশনারেট সূত্রে প্রাপ্ত খবর, মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ড্রোনের সহায়তায় নিরীক্ষণ চালানো হচ্ছে। অসম পুলিশের পাশাপাশি কমান্ডো বাহিনীর বিশেষ দলকেও প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অসম-মেঘালয়ের প্রবেশদ্বার জোড়াবাটে ব্যাপক তালাশি অভিযান চলছে। উজান, নিম্ন অসম এবং মেঘালয় থেকে গুয়াহাটিতে প্রবেশকারী সব ধরনের যানবাহনে তন্ন তন্ন করে তালাশি চালানো হচ্ছে।

সূত্র জানিয়েছে, কড়া নিরাপত্তা বলয়ে ইতিমধ্যে ঘিরে ফেলা হয়েছে গুয়াহাটি। ইন্টার সার্ভিস বাস টার্মিনাস (আইএসবিটি), গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন, লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, পল্টনবাজার, গণেশগুড়ি, দিশপুরে জনতা ভবন ও সংলগ্ন এলাকা, হাতিগাঁও, হাইকোর্ট, জেলা ও দায়রা আদালত, জেলাশাসক কার্যালয়, ফ্যান্সিবাজার এলাকাকে ইতিমধ্যে নিরাপত্তা বলয়ে রাখা হয়েছে। তাছাড়া সতর্ক করা হয়েছে নদী পুলিশকেও। শুরু হয়েছে ব্রহ্মপুত্রে দিবারাত্র নদী-পুলিশের টহল। চলছে গুয়াহাটির সব প্রবেশদ্বারে তালাশি অভিযান। কোনও দুষ্কৃতী যাতে নাশকতা সরঞ্জাম নিয়ে গুয়াহাটিতে প্রবেশ করতে না-পারে সেজন্য আধাসেনারা নিয়মিত তালাশি চালাচ্ছেন, জানিয়েছে পুলিশ কমিশনারেটের সূত্রটি। গুয়াহাটি এবং কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দরে স্নিফার ডগের সাহায্যে তন্ন তন্ন করে তালাশি অভিযান চালিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বাহিনীর আধিকারিক ও জওয়ানরা। সর্বত্র নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

পাথারকান্দির সোনাতলায় যুবকের রহস্য-মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

পাথারকান্দি (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি থানাধীন সোনাতলা গ্রামে জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে এলাকায়। বাড়ির কাছে একটি গাছের ডালে গলায় ফাঁস জড়িয়ে বছর ২৬-এর সাহিদ আহমেদ নামের এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল সোমবার রাতে খাবারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সাহিদ। আচমকা তার ঘর থেকে বেরিয়ে যান তিনি। অনেকক্ষণ তিনি ঘরে ফিরছেন না দেখে তাঁর খোঁজে বের হন পরিবারের সদস্যরা। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরের পাশে একটি গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে সাহিদের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন তাঁরা। তড়িঘড়ি গাছের ডাল থেকে অর্ধমৃত অবস্থায় পরিবারের লোকরা সাহিদকে নামিয়ে পাথারকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্যাকেন্দ্রে নিয়ে আসেন। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আজ মঙ্গলবার পাথারকান্দি থানায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মৃতের মামা বলেন, গতকাল রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ সাহিদ তাঁর পরিবারের লোকদের সঙ্গে রাতের খাবারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে বাইরে চলে যায়। দীর্ঘসময় কেটে যাওয়ার পরও সে ঘরে না ফেরায় পরিবারের লোকদের সন্দেহ হয়। পরে তাঁর ছোট্ট মেয়ে তাকে বাড়ির পাশের এক গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চিৎকার দিয়ে সবাইকে ডাকে। পরে পরিবারের বাকি সদস্যরা গাছের ডাল থেকে নামিয়ে একটি অল্টো গাড়িতে করে সাহিদকে পাথারকান্দি হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

এদিকে আজ মঙ্গলবার পাথারকান্দি পুলিশ সাহিদের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে। সাহিদের মৃত্যুকে রহস্যজনক বলে মনে করছেন তার পরিবারের লোকজন এবং পুলিশ। এটা আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত খুন, এ ব্যাপারে পুলিশও ধন্দে। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, তাঁরা ময়না তদন্ত রিপোর্টের অপেক্ষায়। রিপোর্ট হাতে আসার পর তদন্তে গতি আনা হবে। তবে প্রাথমিক তদন্তে নেমে পরিবার এবং পরশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

করোনা কালে মেনুতে থাকুক শাপলা জলজ এই ফুলেই ভরসা চিকিৎসকদের

গৌতম ব্রহ্ম: এক হাজারের বেশি গুণের অধিকারী এই জলজ ফুল। যার গুণকীর্তন রয়েছে খোদ চরক সংহিতায়। করোনাকালে (COVID১৯) সেই ফুলকেই মেনুতে রাখার পরামর্শ দিলেন ডাক্তারবাবুরা। ''আশ্বিনে রাঁধে, কার্তিকে খায়। যে বর মাগে, সেই বর পায়।'' আশ্বিন শেষ হয়ে সোমবার কার্তিক শুরু হয়েছে। সংক্রান্তির দিনে শাপলা (Water lilies) দিয়ে ডাল রেঁধে পরের দিন খাওয়ার রীতি বঙ্গভূমে। শাপলা দেওয়া সেই গাড়ুর ডাল ঘরে ঘরে রান্না হয়েছে। বাজারে গত দু''তিন দিন ধরেই তাই শাপলার আমদানি বেড়ে গিয়েছে। যদিও ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ, বছরে শুধু একটা দিনে নয়, শাপলা বা শালুক খাওয়া উচিত বছরভর। তাহলে রক্তজনিত বহু রোগকেই দূরে রাখা যাবে।

কী কী রোগে শাপলা কার্যকর?

চরক সংহিতার সূত্রস্থানের পঞ্চম অধ্যায়ে শালুকের উল্লেখ রয়েছে। চিকিতসকদের দাবি, এক হাজারের বেশি গুণাবলি রয়েছে এই ফুলের। বিশেষ করে পিত্তজনিত কারণে রক্ত দূষিত হলে লাল শাপলা কার্যকরী ভূমিকা নেয়। স্ত্রীরোগেও লাল শালুকে তৈরি ক্বাথ বেশ কার্যকর। রক্তপ্রদর উপশম করে। পিত্ত কুপিত হলে রক্তপিত্ত বা আমাশয় রোগ হতে পারে। এই ''হেমারেজিক ডিসঅর্ডার'' সারাতেও লাল শালুক বেশ কাজের। এমনটাই জানালেন রাজাবাজারের শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের অধ্যাপক ডা. প্রদোতবিকাশ কর মহাপাত্র। তাঁর মত, গর্ভাশয়ের বিকারেও শাপলার ক্বাথের ব্যবহার বহুদিনের। ত্বকের অসুখ সারাতেও এই ফুল সমান কার্যকর।

বাদ নয়, বেশি খাবার খেয়েই নিয়ন্ত্রণে রাখুন কোলেস্টেরল!

জানুন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ

তবে পুষ্টিগুণেও শাপলার কোনও তুলনা নেই। আলুর চেয়ে সাতগুণ বেশি পুষ্টি দেয় এই সবজি। শাপলায় রয়েছে প্রচুর ক্যালসিয়াম। একটি গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে, প্রতি ১০০ গ্রাম শাপলা লতায় রয়েছে খনিজ পদার্থ ১.৩ গ্রাম, আঁশ ১.১ গ্রাম, ক্যালোরি-প্রোটিন ৩.১ গ্রাম, শর্করা ৩১.৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৭৬ মিলিগ্রাম। উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের একাংশের দাবি, শাপলায় মজুত গ্যালিক এসিড এনজাইম ক্যানসার রোধে সাহায্য করে। শাপলাতে থাকা ফ্লেভনল গ্লাইকোসাইড মাথায় রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে মাথা ঠান্ডা রাখে। শাপলা ফুল ইনসুলিনের স্তর স্থিতিশীল রেখে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। শরীরকে শীতল রাখে, হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়ায় ও পিপাসা দূর করে। প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া, আমাশয় ও পেট ফাঁপা প্রশমনে শাপলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চিকিতসকদের দাবি, ''শালুক বা শাপলা পদ্ম গোত্রের। পদ্মের বেশিরভাগ গুণাবলিই এই ফুলে মজুত।''

জুতোর হিলে লুকিয়ে ভয়ানক বিপদ, এড়াবেন কীভাবে? পরামর্শ দিলেন চিকিতসক

কীভাবে রান্না হয় এই গাড়ুর ডাল?

শাপলা, শালুক, মুলো, বিনস, বরবটি, থোড়, শিম, বাঁধাকপি, আলু, পটল মটরডালে দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। এই ডালে অন্য কোনও মশলার দরকার নেই। দরকার নেই ফোড়নেরও।

আপনার বাচ্চার একাগ্রতা কীভাবে বাড়িয়ে তুলবেন?

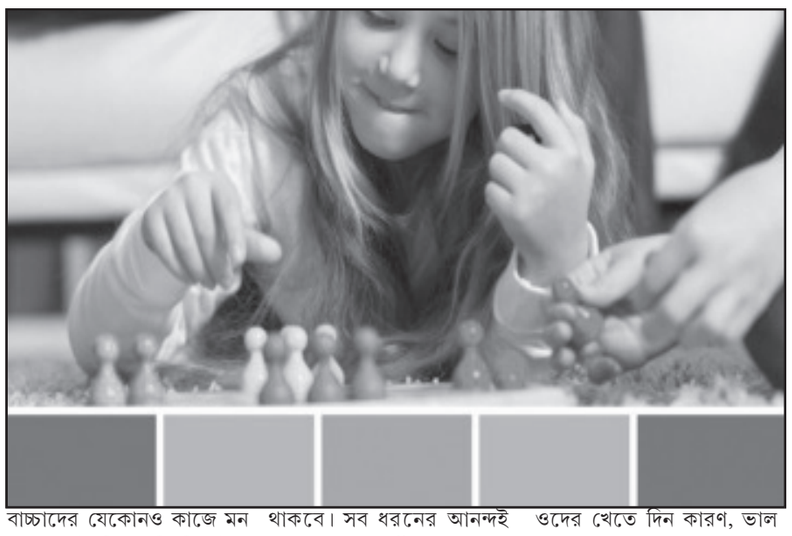

বয়স নিতান্তই কম। দুষ্টুমি ও করবে না তো কে করবে বলুন। একটু দৌড়াদৌড়ি, চঞ্চল স্বভাবের না হলে বোধহয় শিশুসুলভ ভাব আসে না। কিন্তু ওদের ধীরে ধীরে বড় হতে গেলে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অ্যাক্টিভিটি তেও মন বসাতে হবে তো নাকি! আর ছোট বয়সে ওদের বেঁধে রাখা বড্ড দায়। জোর করে কিছুই করানো সম্ভব নয় সেই কারণেই ওদের যেকোনও কাজে একাগ্রতা আনার চেষ্টা আপনাকেই করতে হবে।

এমনিতেও এখন স্কুল মানেই নানান ধরনের প্রজেক্ট থেকে প্লে অ্যাক্টিভিটি, সেইভাবে পড়াশোনার বিষয়টা এখন যেন কোথাও কমে গেছে। এবং সেইখানেই যত মুশকিল। আগে শিশুরা একটা নির্দিষ্ট সময়ে খেলাধুলা থেকে টিভি দেখা, সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সব নিয়মেই বেশ কিছু পরিবর্তন সেধেছে তাদের সঙ্গে ওদের শৈশবে।

ব্রেন ট্রেনিং কিংবা স্বল্প মেডিটেশন সবথেকে ভাল পন্থা ওদের পক্ষে। এতে একাগ্রতা যেমন বাড়বে তেমনই ওদের কাজে আগ্রহও বাড়বে। এটি একেবারেই ভগবান প্রদত্ত বিষয় নেই, নিজেকেই এটি ঘষে মেজে ঠিক করতে হবে। বাচ্চাদের যেকোনও কাজে মন বসাতে এই বিষয়গুলি কিন্তু ট্রাই করতে পারেন।

১. যদিও মাল্টি টাস্কিং খুব ভাল বিষয় তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একসময় একটি কাজ করাই ভাল। তাহলে সেই কাজের প্রতি ওদের মনোযোগ বজায় থাকবে। অন্যদিকে ধ্যান ঘুরবে না।

২. সারাদিনে পড়াশোনার পাশাপাশি একটু সময় ওদের নিজের মত করে বিশ্রাম নিতে দিন। সব কাজকেই ছোট ছোট পরিসরে ভাগ করে নিন তবে ওদেরই সুবিধা হবে এবং মন ভাল থাকবে। সব ধরনের আনন্দই প্রয়োজন ওদের জীবনে।

৩. মনে রাখবেন কোন কাজটি কোন সময়ে করছে। সেটি পরের দিন পুনরায় একই সময়ে করা উচিত। তবেই ওদের সময়ের ব্যাপ্তি এবং আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এমনকি ঘুমের সময়ও যেন একই থাকে। তবেই সেটা ওদের মনে থাকবে।

৪. অনুলোম বিলোম ওদের সঙ্গে করতে থাকুন। আপনাকে দেখেই ও শিখবে তাই নিজেকে ওর সঙ্গে জুড়ে দিন। এতে মনোযোগ বাড়তে পারে।

৫. সঠিক এবং পুষ্টিকর খাবার ওদের খেতে দিন কারণ, ভাল খেলেই ওদের মন ভাল থাকবে। প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং মিনারেলস ওদের বুদ্ধির বিকাশে খুব দরকারী।

৬. বিশেষত যে খেলাগুলো বুদ্ধির এবং মন দিয়ে খেলার সেগুলিতে ওদের নিযুক্ত করুন। দাবা কিংবা ব্যবসায়ী এমনকি অ্যাবকাস এগুলি ওকে দিয়ে খেলতে অভ্যাস করতে পারেন। বাচ্চাদের ধৈর্য ধরানো এত সহজ নয়। ওদের সঙ্গে আপনাকেও শিশুটি হয়ে উঠতে হবে। নয়ত ওরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। নিজের মত ওদের বেড়ে উঠতে দিন।

চাল ধোয়া জল কত কাজে লাগতে পারে জানেন?

চাল কিংবা ভাত এটি ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের কোনায় কোনায় সব মানুষের নিত্যদিনের খাবারের মধ্যে একটি। এবং তার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে পুরনো অথেন্টিক সব রেসিপি। চাল দিয়ে কত রকমের রেসিপি হয় জানেন? শুধু গরম ভাত নয়। সুদূর এশিয়ান কুইজনে ভাত দিয়েই বরফের চুর্নের ন্যায় ঠান্ডা মুচমুচে রেসিপি বানানো যায়। আর আমাদের গ্রাম বাংলার স্তরে পান্তা ভাতের ডেলি কেসি প্রত্যেকেই জানেন। কিন্তু এই চাল কিংবা ভাতের মাড় অন্যান্য ক্ষেত্রেও দারুন ভাবে কাজে দেয়।

চাল ধোয়া জল বেশিরভাগ সময়েই মানুষজন ফেলে দেন, ভাবেন এর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু এটি একেবারেই সত্যিই নয়। এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই সাদা চালের জল কিন্তু আপনার স্কিন, চুল এমনকি এনার্জি বাড়াতে নিদারুণ কাজে দেবে। তার সঙ্গেই প্রচুর পুষ্টি এবং নিউট্রিশন সমৃদ্ধ এটি।এর গুণাবলীর মধ্যে ;

এটি সহজেই হজম করতে কাজে লাগে। প্রচুর পরিমাণে ফাইবার সমৃদ্ধ। হেলদি থাকতে সাহায্য করে এবং কনস্টিপেশন এর ধাত থেকে মুক্তি দেয়।

রান্না করা ভাতের জল কিংবা মার আপনাকে এনার্জি দিতে সক্ষম। যারা দেহে কোনও যুত অনুভব করেন না অথবা গতি নেই তাদের এক গ্লাস এটি কিন্তু খাওয়া উপকারী হতে পারে। রোজ ভোরবেলা ক্যাফেইন ফ্রি পানীয় খেতে হলে এটি ট্রাই করতে পারেন, ভাল ভাবেই এটি শরীরের অলসতা দুর করে।

এই জলে ইনোসিতল নামক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকার কারণে এটি চুলের পক্ষে বেশ ভাল। এটি চুলে ঝলমলে ভাব বজায় রাখতে পারে এবং একে গোড়া থেকে স্ট্রং করে। তার সঙ্গে উপস্থিত ভিটামিন ই এবং এ স্ক্যাল্পে চুলকুনি কিংবা যেকোনও ধরনের অস্বস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে। তাই চুলের সমস্যায় এটি শিরোধার্য। ব্রণ অথবা মুখে র‍্যাশ কিংবা চুলকুনি থেকে রাইস ওয়াটার আরাম দিতে পারে, তাই নয় বরং লোমকূপের গোঁড়া উন্মুক্ত করে স্কিনের সমস্যা হওয়া থেকেও বাঁচায়। অ্যামিনো অ্যাসিড, মিনারেলস এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট জেল্লাযুক্ত ত্বকের পক্ষে বেশ কার্যকরী। এটি আপনার স্কিনের বয়স কম করতেও সক্ষম। রিংক্লেস দেখতে শুরু করলেও সেই জায়গায় এই জল অ্যাপ্লাই করুন দেখবেন কাজে দিচ্ছে। এগুলি ছাড়াও, ডায়রিয়া এমনকি আবহাওয়া বিশেষে শরীর হাইড্রেটেড রাখতেও এটি কাজ করে। এরপর থেকে আর কিন্তু ফেলে দেবেন না চাল ধোয়া জল, নিজের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করুন।

আপনার শরীরে আয়রনের অভাব আছে কি না, বুঝবেন যে ১০টি লক্ষণে

আয়রনের অভাবে শরীরে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। শরীরে মিনারেলের অভাব দেখা দিলে আয়রনের ঘাটতিও দেখা দেয়। আয়রনই শরীরে হিমোগ্লোবিন তৈরি করে।

রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে হিমোগ্লোবিন না থাকলে শরীরের পেশীগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নারীরাই আয়রনের ঘাটতিতে ভোগেন। ডাক্তারি পরিভাষায় একে অ্যানিমিয়া বলে। অ্যানিমিয়া হওয়ার কারণ কী? আয়রনের অভাবেই মূলত অ্যানিমিয়া হয়। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। রক্তাল্পতা মূলত রক্তক্ষয়, লোহিত রক্তকণিকার উতপাদন কমে যাওয়া ও লোহিত রক্তকণিকা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে হয়। যেসব নারীরা ঋতুস্রাবের সময় অতিরিক্ত রক্তপাতে ভোগেন তাদের অ্যানিমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার দীর্ঘমেয়াদি কোনো অসুখ কারণেও রক্তাল্পতা হতে পারে। যারা দীর্ঘদিন অর্শ রোগে ভুগছেন তারা এমনকি দীর্ঘমেয়াদি কিডনির সমস্যা ভুগছেন তারাও অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন। তবে অনেকেই টের পান পান তিনি আসলেই রক্তাল্পতায় ভুগছেন। সেক্ষেত্রে কী কী উপসর্গ দেখে বুঝবেন আপনার শরীরে আয়রনের অভাব আছে কি না- আয়রনের ঘাটতি দেখা দিলে শরীর হঠাত দুর্বল হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সারাদিনই শরীরে ক্লান্তি বোধ হতে পারে। নখ দেখেও বোঝা যায় শরীরে আয়রনের ঘাটতি আছে কি না। নখ যদি নরম থাকে আর বারবার ভেঙে যায় তাহলে বুঝবেন শরীরে আয়রনের অভাব আছে। হঠাত যদি জিভ ফুলে যায় তাহলে অবশ্যই আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খান। তার আগে অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা করে দেখুন। প্রায় প্রতিদিনই মাথার যন্ত্রণায় ভুগলে তাহলে এর পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সাইনাস, মাইগ্রেন ইত্যাদি। কিন্তু অনেক সময়ে আয়রনের অভাব হলেও প্রায়ই মাথা ধরার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইদানিং কি অল্পেই হাঁফিয়ে উঠছেন? যেমন অল্প পরিশ্রম কিংবা একটু হাঁটলেই নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসছে! আয়রনের অভাবে এই অসুবিধা দেখা দিতে পারে। হঠাত করে হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। শরীরে আয়রনের ঘাটতি থাকলে এ সমস্যা হতে পারে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। এটি শরীরে আয়রনের ঘাটতির কারণ হতে পারে। যদিও বিভিন্ন কারণে ঘনঘন জ্বর আসতে পারে। তবে সব সময় ঠান্ডা লাগার কারণে নয়, আয়রনের অভাবেও এটি হতে পারে। অতিরিক্ত চুল পড়ার সমস্যাকে সাধারণভাবে নেওয়া উচিত নয়। হঠাত করে যদি অধিক চুল পড়তে থাকে তাহলে তা হতে পারে আয়রনের ঘাটতি।

আপনি কি ব্রনোর সমস্যায় আছেন, তাহলে তা দূর করার কিছু কার্যকরী সহজ উপায়

আপনি কি ব্রনোর সমস্যায় আছেন, তাহলে তা দূর করার কিছু কার্যকরী সহজ উপায়, জেনেনিন বিস্তারিতভাবে ব্রণ ত্বকের একটি মারাত্মক সমস্যা। একবার ত্বকে ব্রণ হওয়া শুরু করলে তা থেকে পরিত্রান পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এটি সৌন্দর্য নষ্ট করার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসও কমিয়ে দেয়। ব্রণ নারী-পুরুষ উভয়েরই হয়ে থাকে। এর থেকে মুক্তি পেতে যদিও অনেকেই বাজার থেকে অনেক দামি প্রসাধনী কিনে ব্যবহার করেন। তবে সেসব প্রসাধনী খুব কমই ভালো ফল দেখায়। তবে চিন্তার কিছু নেই। চটজলদি ব্রণ কমানোর কিছু কার্যকরী ঘরোয়া টোটকা রয়েছে। যা নির্ভয়ে অনুসরণ করা যায়। কারণ এসব পদ্ধতির কোনো পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই।

চলুন তবে জেনে নেয়া যাক ব্রণ দূর করার সেই জাদুকরী ঘরোয়া টোটকাগুলো- একটি তুলোর বলে লেবুর রস লাগিয়ে নিন। এবার এটি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ব্রণে লাগান। ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক ফোঁটা টি-ট্রি অয়েল ব্রণের ওপর লাগিয়ে নিন। দেখবেন জলদি কমে গিয়েছে। এক টেবিল চামচ লেবুর রস এবং এক চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এটি সারারাত ব্রণে লাগিয়ে রাখুন। সকালে উষ্ণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নরম কাপড়ে মুড়ে বরফের টুকরো ব্রণের ওপর আলতো করে চেপে ধরুন। এতে তা ভেতর থেকে শুকিয়ে যাবে। ২০ সেকেন্ডের মতো রাখবেন। এটি দিনে দু''বার করা যায়। ডিমের সাদা অংশে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং অ্যামিউনো অ্যাসিড রয়েছে, যা ব্রণের জীবাণু ধ্বংস করে দেয়। ডিমের সাদা অংশ ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে তা আঙুলের ডগায় করে ব্রণের ওপর লাগান। ৪-৫ মিনিট রেখে ধুয়ে নিন। একইসঙ্গে বেশি তেল-মশলা যুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। বেশি বেশি করে জল খান। মেকআপের আগে ও পরে ভালো করে মুখ পরিষ্কার করুন। রাতে যত ক্লান্তই থাকুন না কেন, মেকআপ নিয়ে শুতে যাবেন না। তাহলেও দেখবেন ব্রণের সমস্যা অনেকটাই কম হচ্ছে।

স্কিটএন্ডস নিয়ে চিন্তিত? এই হ্যাক গুলি কাজে দেবে

চুল নিয়ে মানুষের এখন সমস্যার শেষ নেই। রুক্ষ চুল,সমানেই চুল ঝরে যাচ্ছে এবং খুশকি সঙ্গে আরও কত কি। আর এখনকার দিন দাড়িয়ে স্টাইলিং করার অন্ত নেই। এখন স্ট্রেট তো কালকেই কার্ল ফলেই বাড়ছে চুল নষ্ট হওয়ার জোগাড়। কিছুদিন পর থেকেই সমানেই ফেটে যেতে থাকে চুলের আগা। আর চুল বাড়তে খুবিই সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। এটি কেন হয়? অত্যধিক চুলের ওপর অযত্ন থেকেই এটি বেশি দেখা দেয় এবং সেই থেকেই শুরু হয় স্কিটএন্ডস। চুল বাড়ে নাকি তেলে জলে, আর বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তেল দেয় না বেশিরভাগ মানুষ। আর সেই কারণেই প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব চুল দুর্বল করে ফেলে। বেশিরভাগ সময়ই চুল ফাটা দেখলে আমরা হালকা করে ট্রিম করে নি কিন্তু ফের যে কে সেই। সেই কারণে চুল এলোপাথাড়ি না কেটে একে বাঁচানোর উপায় খুঁজতে হবে।

সম্প্রতি ডার্মাটোলজিস্ট অঁচল পান্থ বেশ কিছু টিপস শেয়ার করেছেন আসলেই কীভাবে এই সমস্যা থেকে চুলকে বাঁচানো যায়। চলুন দেখে নিই! প্রথমত, চুল ভেজা থাকলে একে খুব সাবধানে হ্যান্ডেল করতে হবে। একেবারেই জোড়ে তোয়ালে দিয়ে ঝাড়া মোছা যাবে না। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেন চুল মোছার সময় কটনের জামা কিংবা কাপড় ব্যবহার করা বেশি ভাল। নয়ত চুল ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তৃতীয়ত, চুল যখন ভেজা থাকবে মোটা ভাগের চিরুনি দিয়েই চুল আঁচড়াবেন। সরু দাতের চিরুনি চুল ভেজা থাকলে ব্যবহার করবেন না। চতুর্থত, অবশ্যই শ্যাম্পুর পরে কন্ডিশনার লাগাবেন। এতে চুল পড়ে কম এবং আগা ভাঙেও কম। পঞ্চমত, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার হেয়ার মাস্ক লাগাবেন। ভেজা এবং পরিষ্কার চুলে অন্তত ১৫/২০ মিনিটের মত লাগিয়ে সেটিকে ধুয়ে ফেলবেন। শেষ, এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ চুলে হিট দেওয়া বন্ধ করতে হবে। ড্রায়ার কিংবা স্ট্রেটনার এগুলো যত কম পারবেন ব্যবহার করুন দরকার পড়লে চুলে ভাল একটি সিরাম লাগান এতে চুল পুষ্টি পাবে।

বিট ও সুজির হালওয়া

সামনেই ক্বারওয়া চৌথ উতসব। সারাদিন ব্রত পালনের পর একচু সুস্বাদু খাবারের প্রতি লোভ লাগে বৈকী! বাঙালিদের জীবনে ক্বারওয়া চৌথের গুরুত্ব না থাকলেও অবাঙালিদের ক্বাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্রত উতসব। হিন্দি সিনেমায় এই উতসবের দৃশ্যে আমরা বহুবার দেখেছি। স্বামীর মঙ্গলকামনায় বিবাহিত মহিলারা সারাদিন উপবাস করে সন্ধ্যায় চাঁদ দেকে স্বামীর হাতে প্রথম জল ও খাবার খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন। এই উতসবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি উত্তর ভারতে। ক্বী ক্বী লাগবে১ ক্বাপ সুজি ১ ক্বাপ গ্রেট করা বিট ১ ক্বাপ/স্বাদ মত চিনি ৪ ক্বাপ দুধ ১/২ ক্বাপ ঘি ১/২ টেবিল চামচ এলাচ গুঁড়ো পরিমান মত ক্বাজু, পেস্তা,আমন্ড কুচি ক্বীভাবে করবেন প্রথমে বিট গ্রেট করে নিতে হবে। এবার শুকনো কড়ায় সুজি ভেজে নিতে হবে। এরপর ড্রাই ফ্রুট ঘি দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এবার দুই টেবিল চামচ ঘি দিয়ে গ্রেট করা বিট ভেজে নিতে হবে। বেশ কিছু সময় পর ভাজা সুজি দিতে হবে। তারপর দুধ, স্বাদমতো চিনি ও ড্রাই ফ্রুট দিয়ে নাড়াচাড়া করে গ্যাসের আঁচ কম করে ঢাকা দিতে হবে। এবার বিট নরম হয়ে এলে, এলাচ গুঁড়ো, আরও দুই চামচ ঘি দিতে হবে। আরও চার মিনিট হওয়ার পর আঁচ বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর আমন্ড ও পেস্তা কুচি এবং সুজির লাড্ডু করে চারিদিকে দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

জিবিপি হাসপাতালে সফল ওপেন হার্ট সার্জারির সাথে যুক্ত চিকিৎসক সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সংবর্ধনা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

মঙ্গলবার হাইলাকান্দিতে করোনায় আক্রান্ত নতুন ৪১ জন

হাইলাকান্দি (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে হাইলাকান্দি জেলায় আজ মঙ্গলবার নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ জন। নতুনদের নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৭১। তবে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের গ্রাফস এই জেলায় ধীরে ধীরে নিম্নমুখি হতে শুরু করেছে। গত কয়েকদিনের তুলনায় অবশ্য আজ কিছুটা নিম্নমুখি করোনার গ্রাফস। জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, আজ জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ জন। এঁদের মধ্যে ৩৫ রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে (আরএটি) এবং ছয়জন আরটি-পিসিআরে পজিটিভ বলে শনাক্ত হয়েছেন। এদিন জেলায় আরএটি করা হয় ৮৫১ জন এবং আরটি-পিসিআর ৩৯ জনের। জেলায় মোট সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭১। যা বিগত দিন থেকে কিছুটা কম। আজ সুস্থ হয়েছেন ৭৮ জন, স্বস্তির এই খবরও দিয়েছে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ। সুস্থ সকলেই হোম আইসোলেশন ছিলেন। তবে হাইলাকান্দি সন্তোষকুমার রায় অসামরিক হাসপাতালে ছয়জন এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দুজনের চিকিৎসা চলছে বলেও জানানো হয়েছে।

করিমগঞ্জে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন জেলাশাসক মৃদুলকুমার

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রজাতন্ত্র দিবসে করিমগঞ্জে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব (আইএএস)। কোভিড প্রটোকল মেনেই করিমগঞ্জে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হবে। মূল অনুষ্ঠান হবে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে। এবারও প্রজাতন্ত্র দিবসের সরকারি অনুষ্ঠানে কোনও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অংশ নিতে দেখা যাবে না। থাকবে না কোনও ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রাসঙ্গিক অন্য কোনও অনুষ্ঠান, কারণ কোভিড-১৯। কেবল পুলিশ ব্যাটালিয়ন, সিআরপিএফ, বিএসএফ জাতীয় পতাকাকে অভিবদন জানাবে। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। সীমান্তঘেঁষা শহর সহ জেলার গ্রামীণ এলাকাগুলিতেও বিশেষ নজরদারির ব্যজবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়া আজ মঙ্গলবার জানান, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও আপস করা হবে না। গত কয়েকদিন থেকে নিয়মিত ভাবে যানবাহন সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে চলছে তল্লাশি অভিযান। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলোতে রয়েছে কঠোর নজরদারি। বিএসএফের পাশাপাশি সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স রয়েছে সীমান্ত সুরক্ষায়।

পুলিশ সুপার বরুয়া জানান, নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ধরনের হুমকি নেই। আগামীকাল সকাল নয়টায় আনুষ্ঠানিক ভাবে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল সাতটায় জনসাধারণের বাসভবন, দোকানপাটে পতাকা উত্তোলন করতে হবে। বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকাল সাড়ে সাতটায় পতাকা উত্তোলন করার কথা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

লতা মঙ্গেশকরের স্বাস্থ্যের উন্নতি, তবে এখনও রয়েছেন আইসিইউ-তেই

মুম্বই, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। তবে, এখনও আইসিইউ-তেই রয়েছেন বর্ষীয়ান গায়িকা। চিকিৎসকরা সর্বদা তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন। মঙ্গলবার মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের চিকিৎসক (যিনি লতা মঙ্গেশকরের চিকিৎসা করছেন) ডাঃ প্রতীত সামদানি জানিয়েছেন, 'লতা মঙ্গেশকরের স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হয়েছে, তিনি এখনও আইসিইউ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।'

গত ৯ জানুয়ারি থেকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন লতা মঙ্গেশকর। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছিলেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর, কোভিড ছাড়াও নিউমোনিয়ায় অসুস্থ তিনি। ধীরে ধীরে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। সম্ভবত আরও কিছু দিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকবেন তিনি। তারপরই ছুটি দিয়ে দেওয়া হতে পারে গায়িকাকে।

পশ্চিমবঙ্গে বিপদের মুখে গণতন্ত্র, আতঙ্কে সাধারণ মানুষ : রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এবার বিধানসভায় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনেই রাজ্যপাল বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে বিপদের মুখে গণতন্ত্র। ভোট পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন রাজ্যপাল। মঙ্গলবার বিধাসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে সরব হন রাজ্যপাল। গুরুতর অভিযোগ করে রাজ্যপাল বলেছেন, জনগণের টাকা রাজনৈতিক কারণে খরচ করা হচ্ছে। ৪৫ দিনে কীভাবে মা ক্যান্টিন শুরু হল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যপাল। প্রশ্ন তুলেছেন উপাচার্য নিয়োগ নিয়েও।

বিধানসভায় সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপাল বলেছেন, "বাংলায় আইনের শাসন নেই। শাসকের আইন। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ।...পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।" রাজ্যের অফিসারদের সংবিধান মেনে কাজ করার পরামর্শও দিয়েছেন রাজ্যপাল। বিরোধীদের সঙ্গে শাসক দল খারাপ ব্যবহার করছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। রাজ্যপালের কথায়, পশ্চিমবঙ্গে ভোটারদের স্বাধীনতা নেই। এই রাজ্যের অবস্থা শোচনীয়। গণতন্ত্রে ভোটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন। রাজ্যপালকে অপমান করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেছেন জগদীপ ধনকর।

হাইলাকান্দিতে নব্যভোটারদের সংবর্ধনা

হাইলাকান্দি (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : সারা দেশের সঙ্গে হাইলাকান্দি জেলায়ও মঙ্গলবার জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে হাইলাকান্দি মহিলা কলেজের অডিটরিয়ামে ভোটারদের সচেতনতা বাড়াতে এক সভার আয়োজন করা হয়। এতে ভোটদানের সময় অবাধ নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদানের মতো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন জেলা উন্নয়ন আয়ুক্ত রঞ্জিতকুমার লস্কর।

সভায় সদ্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত ১৫ জন ভোটার, তিনজন বিএলও সুপারভাইজার এবং তিনজন বিএলও-কে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। সভায় হাইলাকান্দির সার্কল অফিসার ডেবিট কুমার বরা, কাটলিছড়ার সার্কল অফিসার পুলক বিশ্বাস, সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের নারায়ণ দেবনাথ এবং অধ্যাপক হিলাল উদ্দিন লস্কর ভোটের সময় ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় এবং ভাষা ইত্যাদি না দেখে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুদৃঢ় করতে ভোটদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শুরুতে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন ভারপ্রাপ্ত নির্বাচনী আধিকারিক মূর্ছনা মালাকার।

করিমগঞ্জে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন জেলাশাসক মৃদুলকুমার

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রজাতন্ত্র দিবসে করিমগঞ্জে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব (আইএএস)। কোভিড প্রটোকল মেনেই করিমগঞ্জে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হবে। মূল অনুষ্ঠান হবে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে। এবারও প্রজাতন্ত্র দিবসের সরকারি অনুষ্ঠানে কোনও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অংশ নিতে দেখা যাবে না। থাকবে না কোনও ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রাসঙ্গিক অন্য কোনও অনুষ্ঠান, কারণ কোভিড-১৯। কেবল পুলিশ ব্যাটালিয়ন, সিআরপিএফ, বিএসএফ জাতীয় পতাকাকে অভিবদন জানাবে। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। সীমান্তঘেঁষা শহর সহ জেলার গ্রামীণ এলাকাগুলিতেও বিশেষ নজরদারির ব্যজবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়া আজ মঙ্গলবার জানান, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও আপস করা হবে না। গত কয়েকদিন থেকে নিয়মিত ভাবে যানবাহন সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে চলছে তল্লাশি অভিযান। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলোতে রয়েছে কঠোর নজরদারি। বিএসএফের পাশাপাশি সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স রয়েছে সীমান্ত সুরক্ষায়।

পুলিশ সুপার বরুয়া জানান, নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ধরনের হুমকি নেই। আগামীকাল সকাল নয়টায় আনুষ্ঠানিক ভাবে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল সাতটায় জনসাধারণের বাসভবন, দোকানপাটে পতাকা উত্তোলন করতে হবে। বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকাল সাড়ে সাতটায় পতাকা উত্তোলন করার কথা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ২ গোষ্ঠীর সংঘর্ষের পর আগুন পুড়ে ছাই নাইটক্লাব, নিহত ১৯

জাকার্তা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম পাপুয়া প্রদেশে দুই পক্ষের সংঘর্ষের পর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি নাইটক্লাব। এ ঘটনায় সেখানে ১৯ জন নিহত হয়েছেন। পশ্চিম পাপুয়া পুলিশের মুখপাত্র অ্যাডাম এরউইন্ডি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানিয়েছেন, সোমবার রাতে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া গোষ্ঠীগুলোর এক সদস্যও নিহত হয়েছেন। পরে ১৮টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এরউইন্ডি আরও বলেন, তদন্তের পাশাপাশি পুলিশ কর্মকর্তারা আরও অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে দুই দলের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। কী কারণে এই সংঘর্ষ হয়েছে এবং আগুন লাগানো হয়েছে নাকি দুর্ঘটনাবশত লেগেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গ্রেনেড ফেটে বিস্ফোরণ, শ্রীনগরে আহত ৩ জন সাধারণ নাগরিক

শ্রীনগর, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): শ্রীনগরে ফের হামলা চালাল সন্ত্রাসবাদীরা, তাও আবার প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক একদিন আগেই। মঙ্গলবার শ্রীনগরের হরি সিং হাই স্ট্রিটে গ্রেনেড ফেটে আহত হয়েছেন ৩ জন সাধারণ নাগরিক। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন বিকেলে হরি সিং হাই স্ট্রিট এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে জঙ্গিরা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে রাস্তাতেই ফেটে যায় ওই গ্রেনেড। গ্রেনেড ফেটে আহত হয়েছেন ওই স্থানে থাকা ৩ জন সাধারণ নাগরিক। মেডিকেল সুপার এসএমএইচএস ডাঃ কে সিং জানিয়েছেন, স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হয়েছেন ৩ জন। তাঁদের চোট খুব বেশি নয়। হামলা চালানোর পরই জঙ্গিরা পালিয়ে, গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনী। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কাশ্মীরের সর্বত্রই নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেও হামলা চালাল জঙ্গিরা।

মোদীজির স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে কার্যকর্তা হিসেবে কাজ চালিয়ে যাব : আর পি এন সিং

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): দেশের স্বার্থে মোদীজির স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে একজন কার্যকর্তা হিসেবে কাজ চালিয়ে যাব। বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার পর একথা বললেন সদ্য প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রতনজিৎ প্রতাপ নারাইন সিং। মঙ্গলবার দুপুরে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন আর পি এন সিং। বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'আমি একটি রাজনৈতিক দলে (কংগ্রেস) ৩২ বছর কাটিয়েছি। কিন্তু সেই দল আগের মতো নেই। আমি ভারতের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে "কার্যকর্তা" হিসেবে কাজ করব।' বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আর পি এন সিং। তিনি বলেন, বিগত ৭ বছরের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশে যে কাজ হয়েছে তা সমগ্র উত্তর প্রদেশ দেখেছে। যোগী আদিত্যনাথের সরকারেরও প্রশংসা করেছেন সিং।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে প্রথা মেনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে দেশের গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের কথা তুলে ধরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তাঁর ভাষণে উঠে এসেছে কোভিড পরিস্থিতি। রাষ্ট্রপতি তুলে ধরেছেন প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে দেশের একাত্ম হয়ে লড়াইয়ের প্রসঙ্গ। তুলে ধরেছেন সেনা জওয়ানদের আত্মত্যাগ থেকে দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে লড়াইয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা। একনজরে দেখে নেওয়া যাক, দেশের আজ রাষ্ট্রপতির ভাষণে কোন কোন দিক উঠে এল।

এদিন রাষ্ট্রপতি বলেন, "আমাদের বর্ণময় ও বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ গণতন্ত্রের প্রশংসা করে গোটা বিশ্ব। এক দেশ হিসেবে একতার মূল্যই গণতন্ত্র দিবসে উদযাপন করা হয়। এই বছর করোনা মহামারীর জেরে সাধারণতন্ত্র দিবস পালনের অনুষ্ঠানে কিছুটা প্রভাব পড়েছে কিন্তু দেশের উৎসাহ ও উদ্দীপনা চরমে।" নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ বলেন, "নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছেন। স্বাধীনতার জন্য তাঁর লড়াই ও দেশের মাথা উঁচু রাখার প্রতি তাঁর প্রয়াস আজও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। আজ দেশের সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।"

নিজের ভাষণে দেশের সৈনিকদের প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক প্রয়াত জেনারেল বিপিন রাওয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি।

দেশজুড়ে চলা করোনা মহামারীর প্রকোপ নিয়ে এদিন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ বলেন, "করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছে বিশ্ব। ভারতের জনসংখ্যা বেশি তাই করোনার বিরোদ্ধে লড়াই করা কঠিন। মহামারীর প্রভাব এখনও রয়েছে। কিন্তু চিকিৎসা পরিকাঠামোর অনেক উন্নতি হয়েছে। বিশ্বের বহু দেশকে ভারত ভ্যাকসিন জোগান দিয়েছে। সবাই কোভিডবিধি মেনে চলুন।"উল্লেখ্য, আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার দেশজুড়ে পালিত হতে চলেছে সাধারণতন্ত্র দিবস। এই উপলক্ষে রাজধানী দিল্লি-সহ দেশের বড় শহরগুলি ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলির নিরাপত্তা বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। করোনা আবহে দিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হলে ভ্যাকসিন বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

'হয়রানির' মুখে পড়তে পারেন, নাগরিকদের রাশিয়ায় না যাওয়ার পরামর্শ আমেরিকার

নিউইয়র্ক, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ইউক্রেনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার কারণে মার্কিন নাগরিকদের রাশিয়ায় যাওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছে আমেরিকার বিদেশ দফতর। গত রবিবার এ সংক্রান্ত একটি ভ্রমণ পরামর্শ জারি করা হয়। এক বিবৃতিতে মার্কিন বিদেশ দফতর জানিয়েছে, 'ইউক্রেনের সঙ্গে সীমান্ত বরাবর চলমান উত্তেজনার কারণে রাশিয়া সফর না করার কথা বলা হয়।' এতে আরও বলা হয়, দেশটিতে আমেরিকান নাগরিকরা 'হয়রানির' মুখে পড়তে পারেন। এ কারণে 'মার্কিন নাগরিকদের সহযোগিতা দেয়ার কার্যক্রম সীমিত' রাখবে দূতাবাস।

এর আগে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবার সরিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে ওয়াশিংটন। মার্কিন বিদেশ দফতরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইউক্রেনে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের বাণিজ্যিক অথবা ব্যক্তিগত যানবাহনে করে ইউক্রেন ছাড়া উচিত। দূতাবাসের জন্য যেসব কর্মী খুব বেশি জরুরি নয় তাদেরও ইউক্রেন ছাড়তে বলা হয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালালে সেখানকার মার্কিন দূতাবাসে ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। এ অবস্থায় কন্সুলার সার্ভিস অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না, এমনকি ইউক্রেনে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের দেশে পাঠানোর বিষয়টি কঠিন হয়ে পড়বে।

রাশিয়া-ইউক্রেন সীমান্ত অঞ্চল সফর করা থেকে মার্কিন নাগরিকদের বুঝিয়ে বিরত রাখার চেষ্টা করার তাদের বিশেষ পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, 'ওই এলাকায় রাশিয়া তাদের সৈন্য সমবেত করায় এবং সামরিক মহড়া চালানোর কারণে সীমান্ত বরাবর অনিশ্চিত পরিস্থিতি এবং চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। 'সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, আমরা রাশিয়াকে এটা স্পষ্ট করে বলছি, ইউক্রেনে আগ্রাসন চালাতে পারবে না। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গণতন্ত্রে সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে, তবে ভাষা মাথায় রাখা দরকার : রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকেরই সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু ভাষার বিষয়টি মাথায় রাখা দরকার। বললেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। মঙ্গলবার ১২ তম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেছেন, 'গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু ভাষার বিষয়টি মাথায় রাখা দরকার।

আদালতও নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করতে পারে, কিন্তু বিচারকদেরও ভাবতে হবে সমালোচনা করার ভাষা।' কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু আরও বলেছেন, 'যে সমস্ত তত্ত্ব ভারতের নির্বাচন কমিশনকে অসম্মান করার চেষ্টা করছে, তারা আসলে ভারতের গণতন্ত্রকে অসম্মান করার চেষ্টা করছে।'

জাতীয় ভোটার দিবসের এই অনুষ্ঠানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র বলেছেন, 'ভোট দেওয়ার অধিকার ভারতের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক একই সময়ে যখন ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। ১৮ শতাংশ সাক্ষরতার হার-সহ একটি সদ্য-স্বাধীন দেশের জন্য, এটি সত্যিই একটি আমূল পদক্ষেপ ছিল।' সুশীল চন্দ্র বলেছেন, 'বর্তমানে ৯৫.০৩ কোটির বেশি ভোটার রয়েছেন, যার মধ্যে ৪৯ কোটি পুরুষ ভোটার এবং ৪৬ কোটি মহিলা ভোটার। এর মধ্যে ১.৯২ কোটি প্রবীণ নাগরিক রয়েছেন।'

মেঘালয়ে বঙ্গভাষীদের ওপর ধারা নির্যাতন, রাজ্য সরকারের কাছে দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি কলকাতা-ভিত্তিক 'বাঙালী ছাত্র-যুব সমাজ'-এর

শিলচর (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে মেঘালয় সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে বাঙালিদের উপর চলমান নির্যাতন বন্ধ করতে গণ-আন্দোলনের ডাক দিয়েছে কলকাতা-ভিত্তিক 'বাঙালী ছাত্র-যুব সমাজ' নামের বেসরকারি সংগঠন। বাঙালিদের বিরুদ্ধে যারা নির্যাতন চালাচ্ছে, অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে মেঘালয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে এ সব ঘটনার প্রতিবাদে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বঙ্গভাষীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে 'বাঙালী ছাত্র-যুব সমাজ'।

'বাঙালী ছাত্র-যুব সমাজ'-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক তপোময় বিশ্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে সংগঠনের সদস্য অর্পিতা মণ্ডল এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন, গত ২০ জানুয়ারি শিলঙের গাড়িখানা এলাকায় দুই বাঙালি যুবককে ছুড়িকাহত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে চন্দন পাল নামের এক যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে "বাঙালী ছাত্র-যুব সমাজ"-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক তপোময় বিশ্বাস সরাসরি মেঘালয় সরকারকে ঘটনার দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

বিবৃতিতে তপোময় বিশ্বাস বলেন, বিগত ১৯৭৯ সাল থেকে চলতি ২০২২ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে শিলঙে বহুবার বাঙালিরা শারীরিক, মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও অপরাধীর শাস্তি হয়নি। উল্টো বারংবার এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেই চলেছে। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে যায়, শিলঙে এ ধরনের বাঙালিদের উপর অত্যাচার মেঘালয় সরকারের মদতেই ঘটে চলেছে, উদ্বেগ ব্যক্ত করে বলেন তপোময় বিশ্বাস।

তিনি বলেন, একইভাবে ২০২০ সালে ইছামতি-ভোলাগঞ্জে বাঙালিদের ওপর অকথ্য অত্যাচার, অর্থনৈতিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু দোষীদের শাস্তি হয়নি। এমনিতেই শিলঙে বাঙালিরা সংখ্যালঘু। তাই তাদের সুরক্ষা প্রদানের দায়বদ্ধতা মেঘালয় সরকারের ওপর বর্তায়। কিন্তু মেঘালয় সরকার বাঙালিদের সুরক্ষায় কোনও ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করে দোষীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত দিচ্ছে।

গত ২০ জানুয়ারি গাড়িখানা এলাকায় একেবারে থানার সামনে যেভাবে দুই বাঙালি যুবককে ছুরিকাহত করা হয়েছে, এতে প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় 'স্তম্ভিত বাঙালী ছাত্র-যুব সমাজ'। দোষীরা যদি শাস্তি না পায়, তা-হলে তাঁরা এই ঘটনা আবার ঘটাবে বলে তীব্র আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক বিশ্বাস। তাই বঙ্গভাষীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে মেঘালয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন বাঙালী ছাত্র-যুব সমাজ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তপোময় বিশ্বাস, সদস্য অর্পিতা মণ্ডল সহ সংগঠনের সকল পদাধিকারী এবং সদস্যবৃন্দ।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বন্দে ত্রিপুরা নামে একটি ক্যাবল চ্যানেলের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রত্যন্ত গন্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় জঙ্গলপথে বিএসএফ জওয়ানদের টহলদারী।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় পুলিশের জোরদার তল্লাসী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ জানুয়ারি।। ৭৩তম দেশের প্রজাতন্ত্র দিবস। আরে দিবসকে কেন্দ্র করে গোটা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্য ও দেশের ৭৩ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের উদযাপনকে কেন্দ্র কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্য দিয়ে জোরদার করা হয়েছে। এই নিরাপত্তা ব্যাবস্থা জোরদার করা হয়েছে গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়েও। এমনটাই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেল মঙ্গলবার বড়োমুড়া সালকাকামী স্থিত ৫নং ট্যানেলের সামনে। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের ২নং ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা জোরদার তল্লাশি অভিযান শুরু করে। রেল রাস্তা, এর আশপাশ এলাকা সহ ট্যানেলের ভেতরে কোনো অপ্রীতিকর জিনিস আছে কিনা সেগুলো তল্লাশি করে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের জওয়ানরা।

উল্লেখ্য, একটা সময় এই এলাকাটি ত্রিপুরা রাজ্যের বৈরীদের মূল আস্তানা হিসেবে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে এলাকাটিতে শান্তি সম্প্রীতির বাতাবরণ রয়েছে। কারণ দিবারাত্রি নিরলস পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের ২নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। ২৬ শে জানুয়ারি তথা প্রজাতন্ত্র দিবস কে কেন্দ্র করে দু-এক দিন আগে থেকেই রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার তাগিদে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের ২ নং বাহিনীর জওয়ানরা বড়মুড়া পাহাড়ের পাদদেশে সালকাকামী স্থিত ৫নং রেল ট্যানেল সহ এর আশপাশ এলাকায় পণ্যবাহী রেল সহ যাত্রীবাহী রেল যাতে এই এলাকা দিয়ে অতি সহজেই যাতায়াত করতে পারে এর জন্য কঠোরভাবে নিরাপত্তা ব্যাবস্থা ও নজরদারি জোরদার করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে আসছে জওয়ানরা।

অপরদিকে, বম স্কোয়ারে কর্মীরা এদিন সকালে তেলিয়ামুড়া বাজার, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক কার্যালয়, তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লক, তেলিয়ামুড়া থানা সহ বিভিন্ন জায়গায় কোন বিস্ফোটক সামগ্রী আছে কিনা তার জন্য জোরদার তল্লাশি চালায়।

তেলিয়ামুড়ায় নিখোঁজ এসপিও জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ জানুয়ারি।। দুইদিন অতিক্রান্ত হলেও নিখোঁজ এস পি ও জওয়ানের হদিস পাওয়া যায় নি।নিখোঁজ জাওয়ানের নাম বিপ্লব দেবনাথ (৩৪), পিতা শ্রী গোপাল দেবনাথ। ঐ জাওয়ানের বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল এলাকায়। চিন্তিত পরিবারের লোক জনেরা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কিছুদিন পূর্বে পদের নিয়োগে উত্তীর্ণ হয়ে র্মরত হয় বিপ্লব। বর্তমানে তেলিয়ামুড়া থানায় তার ট্রেনিং পিরিওড চলছিল। কিন্তু রবিবার দিন সন্ধ্যা নাগাদ বিপ্লব তার ইচারবিলস্থিত নিজ বাড়ি থেকে করইলং এলাকায় কীর্তনের যাবে বলে বেরিয়ে যায়। কিন্তু বিপ্লব আর বাড়ি ফেরেনি। নিখোঁজ হওয়ার ২ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বিপ্লব আর বাড়িতে ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি ও দীর্ঘ অপেক্ষা পর পরিবারের লোকজনের তেলিয়ামুড়া থানার দ্বারস্থ হয় এবং বিপ্লবের একটি নিখোঁজ ডায়েরি করে। কিন্তু এখনো কোনো হদিস মেলেনি ঐ জাওয়ান বিপ্লবের। এ ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় বিপ্লবের পারিবারিক কোনো কলহজনিত কিছুই ছিলনা। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে আচমকা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল বিপ্লব। অন্যদিকে দু'দিন ধরে বাড়ি না ফেরায় চিন্তায় বেহাল বাড়ির লোকজনেরা।

এখন এটাই দেখার বিষয় জাওয়ান বিপ্লব দেবনাথ -কে খুঁজতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কি সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে পরিবারের লোকেরা চিন্তিত! আসলে বিপ্লবের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কোনো রহস্য জড়িয়ে রয়েছে। অভিযোগ পরিবারের লোকেদের।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

বেকার যুবক যুবতীদের সামনে চাকরীর টোপ দিয়ে দিত। করোনার চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওমিক্রনের পরীক্ষার যন্ত্র রাজ্যে এখনও আনা সম্ভব হয়নি বলে করোনার চিকিৎসা হচ্ছে, মানিক সরকারের এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধীতা করেন ডাঃ অশোক সিনহা। তিনি বলেন, করোনার চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওমিক্রন পরীক্ষার যন্ত্র বাধা হতে পারে না। ভাইরাসের ধরন জানার জন্য মেশিন দরকার। চিকিৎসার ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রভাব পড়ছে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য বলেন, বামফ্রন্ট নেতৃত্বরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তাই তার জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। প্রতিটি নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভরাডুবি হচ্ছে। রাজ্যের জনগণ বামপন্থীদের বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। এই দায়িত্বও তারা পালন করতে চাইছেন না। উল্টো জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

ক্যাম্পের মধ্যেই মৃত্যু এসপিও জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ জানুয়ারি।। ক্যাম্পে আচমকা মৃত্যু হল এক এসপিও জওয়ানের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াই বাড়িস্থিত বড়মুড়া ড্রপ গেইট এসপিও কেম্পে মঙ্গলবার। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে মৃতদেহটিময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাসপাতালে নিয়ে আসে।ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার হাওয়াই বাড়ি স্থিত এসপিও কেম্পে নন্দকুমার দেববর্মা (বয়স আনুমানিক ৫০) নামে এক জওয়ানের আচমকা মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকালে ক্যাম্পের অন্যান্য জওয়ানরা দেখতে পায় ব্যারাকে খাটে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে নন্দকুমারের মৃতদেহ। মৃত জওয়ানের বাড়ি তুইকরমাস্থিত লিচুবাগান এলাকায়। জানা যায় মৃত জওয়ানের স্ত্রী ও এক কন্যা ও পুত্র সন্তান রয়েছে।

উল্লেখ্য, মৃত জওয়ানের শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। কিছুদিন ধরে জওয়ান নন্দকুমারের জ্বর, সর্দি, কাশি ছিল। কিন্তু আচমকা মঙ্গলবার সকালে ক্যাম্পে থাকা অন্যান্য জওয়ানরা দেখতে পায় যে নন্দকুমার অচৈতন্য অবস্থায় খাটে পড়ে রয়েছে। অন্যান্য জওয়ানরা অনেক ডাকাডাকি ও চেষ্টার পর যখন নন্দকুমারের কোনো সাড়া পায়নি, তখন তাদের মনে সন্দেহ জাগে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরন জমাতিয়া সহ তেলিয়ামুড়া থানার ওসি নারংগোপাল দেব ও অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এসে প্রত্যক্ষ করতে পারে যে নন্দকুমার দেববর্মার মৃত্যু হয়েছে।

অন্যদিকে পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ জওয়ানের শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকলেও তাকে চিকিৎসা করায়নি কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার সকালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানা সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর ও জওয়ানদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।। এদিকে এসপি ও জওয়ানদের যে বেতন প্রদান করা হয় তা দিয়ে তাদের সংসার চালাতে খুব কষ্টকর হয়ে পড়ছে। হয়তোবা অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারেনি এসপিও জওয়ান।

মহারাষ্ট্রে ৭ মেডিকেল পড়ুয়ার মৃত্যুতে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের সেলসুরার কাছে গাড়ি দুর্ঘটনায় ৭ মেডিকেলের পড়ুয়ার মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দুঃখের সময় প্রিয়জনকে যাঁরা হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিজনকে দেওয়া হবে ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের পরিজনকে দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা।

এসইউভি গাড়িতে চেপে ইয়াভাতমাল থেকে ওয়ার্ধার দিকে যাচ্ছিলেন ৭ ডাক্তারি পড়ুয়া, সোমবার রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ সেলসুরার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু থেকে নীচে পড়ে যায় তাঁদের গাড়িটি। সকলেই সাওয়াঙ্গী মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া ছিলেন। দুর্ঘটনস্থলেই মৃত্যু হয় ৭ জন ডাক্তারি পড়ুয়ার, এই ৭ ডাক্তারি পড়ুয়ার মধ্যে ছিলেন তিরোরার বিজেপি বিধায়ক বিজয় রাহাংদালের ছেলে অভিষেক রাহাংদালে।

মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, মহারাষ্ট্রের সেলসুরার কাছে দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রিয়জনকে যাঁরা হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিজনকে দেওয়া হবে ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের পরিজনকে দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারতে দৈনিক সংক্রমণ কমে ৩-লক্ষের নীচে, কোভিডে মৃত্যু-বৃদ্ধি নিয়েই চিন্তা!

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে একধাক্কায় অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, সংক্রমণ কমলেও কোভিডে মৃত্যুই যথেষ্ট চিন্তা বাড়াচ্ছে। সোমবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৭৪ জন, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় ৫০ হাজার ১৯০ কম। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৬১৪ জন রোগীর, মৃত্যুর সংখ্যাও আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ১৫.৫২ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২, ২৩,৬৮,৪২-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১,২৪,৯৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ৫.৬২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৬২ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৫৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৬২,৯২,০৯,৩০৮ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬১৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৯০,৪৬২ জন (১.২৩ শতাংশ)। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৬৭,৭৫৩ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৭০,৭১,৮৯৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৩.১৫ শতাংশ। নতুন করে ২,৫৫,৮৭৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৯৭,৯৯,২০২ জন।

জম্পেশ ঠাণ্ডা উত্তর ভারতে, বেশ কিছু রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহের শঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে পড়েছে দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। রাজধানী দিল্লিতে তাপমাত্রা কমলেও আপাতত শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়নি। দিল্লির জন্য শীতল দিনের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে, বুধবারের পর শীতের দাপট বাড়তে পারে দিল্লিতেও। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, আগামী পাঁচ দিন তাপমাত্রা ক্রমশ কমবে পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে। শৈত্যপ্রবাহ থেকে তীব্র শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কা রয়েছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদশ ও রাজস্থানের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায়। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত ওই সব এলাকার আকাশ পরিষ্কার থাকার জন্য রাতের তাপমাত্রা হু হু করে নামবে।

মঙ্গলবার সকালে কুয়াশায় ঢাকা দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। পঞ্জাবের বেশ কিছু অংশে কুয়াশা থাকলেও তাপমাত্রা নেমেছে সাত ডিগ্রিতে। দিল্লি-সহ উত্তর ভারতে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। একই সঙ্গে ঘন থেক অতি ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, সিকিম, অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরার মতো রাজ্যগুলির জন্য।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

তার স্বামী। কিন্তু হঠাৎ মঙ্গলবার সকালে সে অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তিনি। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এর পেছনে অন্য কোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন ত্রিপুরা পুলিশের সাত সহ নয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। কর্মক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন ত্রিপুরা পুলিশের সাতজন কর্মী এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দুজন আধিকারিক।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার-প্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন ত্রিপুরা পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবজিত ভট্টাচার্য, খোয়াই জেলার সুবেদার ঠাকুরচান দাস, ধলাই জেলায় মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর মাধবী দাস, ধর্মনগরের মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর সঞ্চিতা নাথ, শান্তিরবাজারের হাবিলদার সমর মুড়াসিং, গকুলনগরের নায়েক পূর্ণিমা দেববর্মা এবং উত্তর জেলার মহিলা কনস্টেবল অপর্ণারানি দাস।

এ বছর সিভিল ডিফেন্সের অধিকর্তা অনিন্দ্যকুমার ভট্টাচার্য এবং ফায়ার সার্ভিসের আধিকারিক বাবুল সরকার কর্মক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব তাঁদের সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

খোয়াইয়েও ভোটার দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৫ জানুয়ারি।। সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে খোয়াই জেলা প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে দ্বাদশতম জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হয়। প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস।উদ্বোধক হিসাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী দাস বলেন, ভারতবর্ষ সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। এবং ভোটের অধিকার ভারতবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার।

বিলোনীয়াতেও জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫ জানুয়ারি।। ভোটাররাই দেশের সরকার গঠন করে। তাই ভোটারদের কুর্নিশ জানাতে এবং নতুন ভোটারদের ভোটার পরিচয় পত্র হাতে তুলে দিয়ে অভিনন্দন জানাতে প্রতি বছর ২৫ শে জানুয়ারি দিনটি জাতীয় ভোটার দিবস হিসাবে পালন করা হয়। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিলোনিয়া অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে ১২ তম জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, জেলা পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, অতিরিক্ত জেলা শাসক, জেলার সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর সহ অন্যান্যরা। সম্পূর্ণ কোভিড বিধি কে মান্যতা দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই জাতীয় ভোটার দিবস। জাতীয় ভোটার দিবসে নতুন ভোটারদের শপথ বাক্য পাঠ করান জেলাশাসক। তিনি বলেন ভোটদান মানুষের পবিত্র অধিকার। যদি কেউ এই অধিকার হরণ করে অথবা ভোট চুরি করে সেটা এক ধরনের ক্রিমিনাল ক্রাইম। তাই সকলকে অনুরোধ করেন নিজের ভোট নিজে দিন, একটি করে ভোট দিন। এই দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে জেলাশাসক এর পাশাপাশি বিস্তারিত তুলে ধরেন মহকুমা শাসকও।

এদিকে, ১২তম জাতীয় ভোটার দিবস। এই দিবসটি সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হচ্ছে। বিশেষ করে নতুন ভোটারদের গণতন্ত্রে ভোটাধিকার এর গুরুত্ব। ভোটাধিকার প্রয়োগ রাষ্ট্র গঠনে তাদের ভূমিকা এসব বিষয় নিয়ে তাদের উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফ্লেক্স পোস্টার লিফলেট ভোটারদের প্রদান করা হয়।ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের ১ নং বুথে ভোটাধিকার প্রাপ্তদের হাতে সচিত্র পরিচয় পত্র তুলে দেওয়া, শপথ বাক্য পাঠ এবং ভোটার দিবসের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর সুশংকর ভৌমিক, কাউন্সিলর রঞ্জিতা দাস বৈদ্য। বিলোনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ২৭ নং বুথে অনুরূপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ভোটারদের হাতের নতুন সচিত্র পরিচয় পত্র তুলে দেন কাউন্সিলর বিশ্বনাথ দাস।

ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের যথেষ্ট সংকট রয়েছেঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার লেম্বুছড়া হলিক্রস স্কুলে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তথ্য সংস্কৃতি ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা এ ধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করে উন্নত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি বলেন, ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের যথেষ্ট সংকট রয়েছে। এই সংকট নিরসনে ছাত্রসমাজ যুবসমাজকে আরো অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্রছাত্রী এবং যুবসমাজ যেভাবে রক্তদানে উৎসাহিত হচ্ছে তা আগামী দিনে রক্তের সংকট দূর করতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ভারতে ১৬২.৯২ টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): বিগত ৩৭৪ দিনের মধ্যে ভারতে ১৬২.৯২ কোটির গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে কোভিড-টিকাকরণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৬২ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৫৬ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৬২.৯২-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৬২,৯২,০৯, ৩০৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে কোভিড-পরীক্ষা চলছে দ্রুততার সঙ্গে, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ৭১.৮৮-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৬,৪৯, ১০৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭১,৮৮,০২, ৪৩৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৬,৪৯,১০৮ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৭৪ জন।

অনুপ্রবেশ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। এছাড়াও ৪৪টি নালা ও কালভার্ট লোহার গেইট লাগিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ২৪টি স্থানে ৯৫টি স্মার্ট সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিএসএফ জওয়ানরা সর্বোতভাবে প্রস্তুত রয়েছে। টিকাকরণও সম্পন্ন হচ্ছে। তিনি জানান, ত্রিপুরায় ১৯৪৯৫ জন জওয়ান করোনার টিকার প্রথম ডোজ এবং ১৯৩০০ জন জওয়ান টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন। তেমনি, ৪০৮৩ জন জওয়ান টিকার বুস্টার ডোজ নিয়েছেন। অন্যদিকে, জওয়ানদের পরিবারের ১২১০ জন সদস্য প্রথম ডোজ এবং ১০০৫ জন সদস্য টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী ৮৮ জন টিকা নিয়েছেন।

এদিকে, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে ত্রিপুরা থেকেও বিএসএফ জওয়ানরা নিরাপত্তার দায়িত্বে যাচ্ছেন। ত্রিপুরায় বর্তমানে বিএসএফের ১৮টি ব্যাটেলিয়ান রয়েছে। ফলে, নির্বাচনের দায়িত্বে ত্রিপুরা থেকে বিএসএফ জওয়ানরা গেলেও রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে কোন সমস্যা হবে না, আশ্বস্ত করেন বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সুশান্ত কুমার নাথ।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন সন্ধ্যা নাগাদ ওই যুবক ক্যারামবোর্ড খেলতে যেত। রাতে ক্যারাম বোর্ড খেলে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

মিক্সড ডাবলস কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে বিদায় সানিয়া-রাজীব জুটির

মেলবোর্ন, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মিক্সড ডাবলস কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিলেন সানিয়া মির্জা-রাজীব রাম জুটি। সঙ্গে সঙ্গে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে শেষ হয়ে গেল ভারতীয় চ্যালেঞ্জ।

কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ান ওয়াইল্ড কার্ড জেইমি ফরলিস এবং জেসন কুব্লারের বিরুদ্ধে কোর্টে নেমেছিলেন সানিয়া-রাজীব জুটি। নিজের শেষ মরশুমে, দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়ান ওপেন মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ের লক্ষ্যেই নেমেছিলেন ভারতীয় কিংবদন্তি তারকা। তবে ৬-৪, ৭-৬ (৫) ব্যবধানে স্ট্রেট সেটে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হল ভারতীয় তারকার।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই ডাবলস থেকে বিদায়ের পর সানিয়া জানিয়েছিলেন এটাই তাঁর শেষ মরশুম হতে চলেছে। তিনি বলেন, 'আমি মনে প্রাণে চাইছি এই মরশুমটা দারুণ ভাবে শেষ করতে। আর শরীর আর দিচ্ছে না। তাই ভীষণ ভাবে চেষ্টা করছি, যাতে ট্রফি হাতে কেরিয়ারটা শেষ করতে পারি। এখন সবে জানুয়ারি। সামনের দিকে কী হবে জানি না। তবে চেষ্টা করে যাব।' তাই নিঃসন্দেহে এটাই তাঁর কেরিয়ারের শেষ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ছিল। ম্যাচ শেষে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তরফেও তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েই বিদায় জানানো হয়।

নিজের দাম কমিয়ে দিলেন আইপিএলে খেলতে মরিয়া শ্রীসন্থ

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ফের আইপিএলে খেলতে মরিয়া শ্রীসন্থ। তার জন্য এবারের আইপিএলে কম দামে নিলামে নিজের নাম নথিভুক্ত করেছেন ভারতীয় পেসার। সূত্রের খবর, এ বার তাঁকে কিনতে হলে অন্তত ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে আইপিএল-এর দলগুলিকে। গত বার টাকার এই অঙ্কটা ছিল ৭৫ লক্ষ।

কেরলের এই পেসারকে গত বার কোনও দল কেনেনি। ২০১৩ সালে শেষ বার আইপিএল খেলেছিলেন শ্রীসন্থ। সেই বছর ম্যাচ গড়াপেটার দায় তাঁকে সরে যেতে হয়। ভারতীয় বোর্ডের ছাতায় থাকা সব ধরনের ক্রিকেটে তাঁর খেলার উপর আজীবন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বিসিসিআই। তবে শ্রীসন্থ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। কোর্ট বিসিসিআই-কে ভেবে দেখতে বলে এই বিষয়টা। আজীবন নিষেধাজ্ঞা তুলে সাত বছরের জন্য সেই শাস্তি দেয় বোর্ড। ২০২০ সালে শেষ হয় শ্রীসন্থের উপর নিষেধাজ্ঞা।

নিষেধাজ্ঞা উঠতেই ক্রিকেটে ফেরেন শ্রীসন্থ। কেরলের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি এবং বিজয় হজারে ট্রফিতে খেলার সুযোগ পান তিনি। বিজয় হজারেতে ছয় ম্যাচে ১৩ উইকেট নেন শ্রীসন্থ।

৩৮ বছরের শ্রীসন্থ আইপিএল-এ ৪৪টি ম্যাচ খেলে ৪০টি উইকেট নেন। রাজস্থান রয়্যালস, কিংস ইলেভেন পঞ্জাব (এখন পঞ্জাব কিংস) এবং কোচি টাস্কার্সের হয়ে খেলেছেন শ্রীসন্থ।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

মেসিকে নিজের স্বাক্ষর করা জার্সি উপহার দিলেন পোপ ফ্রান্সিস

ভ্যাটিকান সিটি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): নিজের স্বাক্ষর করা একটি স্বদেশী ফুটবল সুপারস্টার লিওনেল মেসিকে জার্সি পোপ ফ্রান্সিস উপহার দিয়েছেন। ভ্যাটিকানের স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এমনটাই জানিয়েছে।

এর আগে পিএসজির ফরোয়ার্ড নিজের স্বাক্ষর করা এক সেট জার্সি ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জ্যঁ ক্যাসটেক্স-এর মাধ্যমে গত অক্টোবরে পোপকে পাঠান। অক্টোবরের সেই ঘটনার সময় ফ্রান্সের বিশপ ইম্যানুয়েল গোবিলিয়ার্ড, মেসিকেও আরেকটি জার্সি উপহার দেন। জার্সিটি ছিল, পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশ ভ্যাটিকানের, অ্যাটলেটিকা ভ্যাটিকানা দলের হলুদ রঙের জার্সি। অ্যাথলেটিকা ভ্যাটিকানা দলটি একইসঙ্গে একাধিক ক্রীড়ায় পারদর্শী।

গোবিলিয়ার্ড টুইটারে বলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাসী মেসি আমাকে বলেন যে, এমন একটি উপহার তার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একসাথে প্রার্থনাও করি। গোবিলিয়ার্ড, ২০২৪ সালে প্যারিসে অলিম্পিক গেমস-এ, পোপ-এর প্রতিনিধিত্ব করবেন।

অ্যাথলেটিকা ভ্যাটিকানা ফেসবুকে জানায়, রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান ৮৫ বছর বয়সী পোপের হাতে লেখা এই স্বাক্ষরটি সাতবার ব্যালন ডি অর জয়ী মেসির জন্য 'আশীর্বাদস্বরূপ''।

পোপ ফ্রান্সিস আর্জেন্টিনার বুয়েনোস আইরেস ফুটবল দল সান লরেনজোর বিশাল ভক্ত। ২০১৩ সালে পোপ নির্বাচিত হওয়ার কিছুদিন পরই তার মেসির সঙ্গে প্রথমবার দেখা হয়। গত বছর পোপ ছোটবেলায় কোনোমতে বানানো বল দিয়ে, রাস্তায় ফুটবল খেলার তার স্মৃতির কথা বলেন। তিনি বলেন যে, তাকে ও তার ছোটবেলার বন্ধুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য সেটুকুই যথেষ্ট ছিল।

আফ্রিকায় স্টেডিয়ামগুলো যেন 'মৃত্যুকূপ'

স্টেডিয়ামে দর্শকরা আসেন প্রিয় দলের খেলা উপভোগ করতে। সেখান থেকে আবার অনেককে ফিরতে হয় লাশ হয়ে। গত কয়েক দশকে যেমন আফ্রিকায় স্টেডিয়ামগুলোতে দাঙ্গা এবং পদদলিত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। যার সবশেষ সংযোজন ক্যামেরুনের ইয়াউন্ডে ওলেম্বে স্টেডিয়াম ট্র্যাজেডি।

আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সে সোমবার স্বাগতিক ক্যামেরুনের বিপক্ষে কমোরোসের শেষ ষোলোর ম্যাচ শুরুর আগে স্টেডিয়ামে ভিড়ের চাপে অন্তত আট জনের মৃত্যু হয়। আহত হয় ৩৮ জন। করোনাভাইরাসের বিধিনিষেধের কারণে স্টেডিয়ামে ৮০ শতাংশের বেশি দর্শক ঢোকার অনুমতি ছিল না। ৬০ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে হাজির হয় প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। স্টেডিয়ামে ঢোকার সময় পদদলিত হয়ে হতাহতের ঘটনাটি ঘটে। আফ্রিকার স্টেডিয়ামে এই ধরনের ঘটনা নিয়মিত হলেও মহাদেশটির সবচেয়ে বড় ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো ঘটল। যা আফ্রিকার ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার জন্য বড় ধাক্কা হয়েই এসেছে। ২০০১ সালে ঘানার আকরা স্পোর্টস স্টেডিয়াম ট্র্যাজেডিতে প্রাণ যায় ১২৭ জনের২০০১ সালে ঘানার আকরা স্পোর্টস স্টেডিয়াম ট্র্যাজেডিতে প্রাণ যায় ১২৭ জনেরআফ্রিকায় স্টেডিয়ামে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটেছিল ২০০১ সালে, ঘানায়। আকরা স্পোর্টস স্টেডিয়ামে একটি 'হাই-ভোল্টেজ' লিগ ম্যাচে উত্তেজিত দর্শকদের শান্ত করতে গ্যালারিতে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ। এতে পদদলিত হয়ে মারা যায় ১২৭ জন।ওই ঘটনার এক বছর আগে একই কাজ করে জিম্বাবুয়ে পুলিশ। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে জিম্বাবুয়ে দল প্রতিবেশী দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হেরে যাওয়ার সময় সমর্থকরা মাঠে বস্তু নিক্ষেপ করার প্রতিক্রিয়ায় পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে টিয়ার গ্যাস ছুড়েছিল। তদন্তে দেখা যায়, ন্যাশনাল স্পোর্টস স্টেডিয়ামের ওই ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যুর কারণ ছিল পুলিশ, কিন্তু কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।দেশটিতে ২০১৯ সালে জিম্বাবুয়ে ও কঙ্গোর মধ্যে আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের বাছাইপর্বের ম্যাচের আগে স্টেডিয়ামে পদদলিত হওয়ার আরেকটি ঘটনা ঘটে। যেখানে মারা যায় একজন দর্শক। ২০১২ সালে মিশরের পোর্ট সাইদ স্টেডিয়ামে সমর্থকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৭৪ জনের মৃত্যু হয়। স্বাগতিক আল মাসরি ও আল আহলির ম্যাচের পর ঘটেছিল এই ঘটনা। ওই সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিল, আল আহলি ম্যাচটি ৩-১ গোলে জেতার পর দলটির সমর্থকরা আল মাসরি দলকে ব্যাঙ্গ করে লেখা ব্যানার তুলে ধরলে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। আতঙ্কিত দর্শক স্টেডিয়ামের ফটক দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টার সময়েই সবচেয়ে বেশি হতাহতের ঘটনা ঘটে। ২০১২ সালে মিশরের পোর্ট সাইদ স্টেডিয়ামে ম্যাচের পর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়২০১২ সালে মিশরের পোর্ট সাইদ স্টেডিয়ামে ম্যাচের পর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়আল আহলির সমর্থকরা মনে করে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তারা ইচ্ছাকৃতভাবে হামলার ঘটনা প্ররোচিত করেছিল, যারা এখনও ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের অনুগত।

একটি সংসদীয় তদন্ত কমিটি মৃত্যুর ঘটনার জন্য সমর্থক এবং পুলিশকে দায়ী করে এবং পোর্ট সাইদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রধান ও মিশরীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বোর্ডকে বরখাস্ত করা হয়।ওই ঘটনার পর থেকে মিশরে ম্যাচগুলোতে দর্শকদের উপস্থিতি সীমাবদ্ধ ছিল। বেশিরভাগ দুর্ঘটনার মূল কারণ পুলিশের দুর্বল ভূমিকা এবং দর্শকদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা। তবে এখানে দুর্নীতির বিষয়ও আছে।একটি তদন্তে দেখা গেছে, ২০০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় দুই ক্লাব কাইজার চিফস ও অরল্যান্ডো পাইরেটসের ডার্বি ম্যাচে টিকেট ছাড়াই স্টেডিয়ামে ঢোকার জন্য দর্শকরা জোহানেসবার্গের এলিস পার্কের গেটরক্ষকদের (গেটকিপার) ঘুষ দিয়েছিল। আগেই পূর্ণ হয়ে যাওয়া স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়ে হাজার হাজার বাড়তি দর্শক। স্টেডিয়ামে ঢোকার মুখে ধাক্কাধাক্কিতে মারা যায় ৪৩ জন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আতলেতিকোর ওবলাক

করোনাভাইরাস হানা দিয়েছে লা লিগা চ্যাম্পিয়ন আতলেতিকো মাদ্রিদ শিবিরে। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক।

মাদ্রিদের দলটি মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলারের কোভিড পজিটিভ হওয়ার খবর জানায়। চলতি মৌসুমে আতলেতিকোর হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা ওবলাককে এখন আইসোলেশনে থাকতে হবে। তবে তার ছিটকে যাওয়াটা বড় চিন্তার কারণ হওয়ার কথা নয় ক্লাবের জন্য। আন্তর্জাতিক বিরতির পর আতলেতিকোর পরের ম্যাচের আগে ১২ দিন সময় আছে। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী ৬ ফেব্রুয়ারী বার্সেলোনার বিপক্ষে ম্যাচটি ওবলাক খেলতে পারবেন।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ওবলাক কঠোরভাবে স্পেনের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সুপারিশ মেনে চলছেন।২০২১-২২ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩০ ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন ওবলাক। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে তার চেয়ে বেশি ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন কেবল চেলসির আন্টোনিও রুডিগার (৩১) ও লিলের জোসে ফন্তে (৩১)। লিগে ২১ ম্যাচে ১০ জয় ও ছয় ড্রয়ে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বর স্থানে আছে দিয়েগো সিমেওনের দল। এক ম্যাচ বেশি খেলা রিয়াল মাদ্রিদ ৫০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে।

CORRIGENDUM

Please read the Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchan-pur Division, Kanchanpur, North Tripura, invite tender from the eligible bidders **up to 15:00 hours on 09/02/2022** instead of **up to 15:00 hours on 20/01/2022** of PNIe-T No-24/EE/KCP/2021-2022, Dated, the 17/01/2022 and circulated vide Memo No F.8(11)/EE/KCP/2021-2022/ 6637-6706 Dated, 17/01/2022 **published in the local daily news paper dated** 21.01.2022 All other terms and conditions remain unchanged.

Sd/- (Er. Ritan Khisa)
Executive Engineer
Kanchanpur Division,
PWD(R&B)
Kanchanpur, North Tripura.

ICA-C-3495/22

PNIT NO: e-PT-LIII/EE/RD/ABS/ 2021-22 DATED-19/01/2022

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **3.00 P.M.** on **08/02/2022** for Construction of Sub-Divisional Hospital at Gandacherra under RD Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigen-dum will be available in the website only.

Sd/- [Er. S. Biswas]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

ICA-C-3483/22

Notice Inviting e-Tender (2nd Call)

The Director, Handloom, Handi-crafts & Sericulture, ITI, Road, Indranagar, Agartala, West Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura rates from experienced and reputed manufacturers/ authorized dealers/ bonafied suppliers etc. for the works of supply and commissioning of furniture, electronic gadgets, laboratory items and utensils for Sericulture Training Institute, Khamarbari, Champaknagar, West Tripura. Details of e-tender can be had in the website: http://www.tripura tenders.gov.in

Sd/- (A. Datta)
Addl. Director, HHS,
Govt of Tripura.

ICA-C-3476/22

সন্ধান চাই

Ref:- Agt GRPS UD Case No.2022-GRP-002Dated-22-01-2022 U/S-174Cr.PC

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মৃত পুরুষ ব্যক্তির যাহার বয়স অনুমানিক ৩০ বৎসর। গত ২২/০১/২০২২ইং তাং সকাল অনুমান ৯৩০ মিনিটে আগরতলা রেল থানার অন্তর্গত, আগরতলা রেলস্টেশনে প্লেটফর্ম নং ১, টি টি ই অফিসের পাশে মৃত অবস্থায় প্যায়া যায়। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা যাচ্ছে মৃত ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বর্তমানে মৃত দেহটি আগরতলা জি বি পি হাসপাতাল মর্গে সনাক্ত করনের জন্য রাখা আছে। উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য আবদেন করা হচ্ছে।

মৃত ব্যক্তির বিবরণ ঃ-
বয়স- ৩০ বৎসর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি,
গায়ের রং-কালো
পরিধেয় পোশাক-লাল রঙের টেকসুট এবং কালো রঙের ফুল গেঞ্জি।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-
Oc AGT GRPS- 8974332125
Addl.SP (GRP)- 9436949170
SP(GRP)TPA- 0381-2370234

ICA-D-1687-22

NOTICE INVITING TENDER

Sealed cover Tender are invited by the undersigned from the bonafied supplier(s) for supply of under mentioned items for the personnel of CIAT School, Kahcucherra Dhalai, Tripura for a period of 01(one) year w.e.f. 01.03.2022 to 28.02.2023

Sl No	Name of items	Rate for Per Kg/ Per No.	Remarks
1.	Chicken local (Full)	Per Kg	
2.	Chicken local (Chopped)	Per Kg	
3.	Chicken Broiler (Full)	Per Kg	
4.	Chicken Broiler (Chopped)	Per Kg	
5.	Chicken Layer (Full)	Per Kg	
6.	Chicken Layer (Chopped)	Per Kg	
7.	Mutton (Chopped)	Per Kg	
8.	Rui Fish from Andhra above 1 kg.	Per Kg	
9.	Rui Fish from Andhra below 1 Kg.	Per Kg	
10.	Rui Fish local above 1 kg.	Per Kg	
11.	Rui Fish local below 1 kg.	Per Kg	
12.	Catla Fish from Andhra above 1 kg.	Per Kg	
13.	Catla Fish from Andhra below 1 kg.	Per Kg	
14.	Catla local above 1 kg.	Per Kg	
15.	Catla local below 1 kg.	Per Kg	
16.	Rui Fish local above 100 gm (Nola)	Per Pata	
17.	Rui Fish from Bangladesh above 1 kg.	Per Ali	
18.	Rui Fish from Bangladesh below 1 kg	Per Ali	
19.	Catla from Bangladesh above 1 kg.	Per Pata	
20.	Catla from Bangladesh below 1 kg.	Per Pata	
21.	Egg Broiler (30 Nos. in pata)	Per pata	
22.	Egg Broiler	Per Ali	
23.	Egg local chicken (30 Nos in pata)	Per pata	
24.	Egg local chicken	Per Ali	
25.	Egg local Duck (30 Nos in pata)	Per pata	
26.	Egg local Duck	Per Ali	

2. Sealed Tender Box will be available in the Office of the Commandant, CIAT School, Kachucherra, Dhalai, Tripura. Last date of submission of tender/quotation is upto 1600 hrs within next 10(ten) days of any working days from the date of publication of Tender Notice in the Newspapers and Tender/Quotation will be opened in the Office of the Commandant, CIATS, Kachucherra at 1100 hrs. within next 12(twelve) days from dated publication in the Newspapers.
3. Successful bidders will have to deposit earnest money of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only as a security deposit.
4. The accepting authority does not bind him to accept the lowest tender and reserves the right to reject any over the entire tender received without assigning any reason thereof.
5. Successful bidders cannot increase beyond the accepted rate of details of the above mentioned items for next 01(one) year i.e. upto 28.02.2023 at any circumstances.
6. Successful bidder will supply the items as per requisition placed by Mess SO/ Mess Commander of this training centre at the complex of CIAT School, Kachucherra Dhalai, Tripura at his own transport.

Sd/- Illegible
Commandant
CIAT School, Kahcuherra
Dhalai, Tripura

ICA-C-3489/22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জেলে যেতে রাজি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার কোভিড বিধি লঙ্ঘন মামলায় হাজিরা আদালতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। করোণা বিধি লঙ্ঘন করে সভা-সমাবেশ করার দায়ে আদালতে আবারো হাজির হতে হলো বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ সিপিএম নেতাদের।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে করোনা কালে সমস্ত বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে জনসভা এবং বিক্ষোভ কর্মসূচী করেছিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। সে কারণে ফের হাজিরা দিতে হয়েছে আদালতে। সাথে ছিলেন বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরীও। মানিক সরকারের বিরুদ্ধে এদিন নতুন ধারায় মামলা জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার জানিয়েছেন, আগে যে ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হয়েছিল সম্প্রতি ঐ ধারার সাথে নতুন আরও একটি ধারা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এধরণের অপরাধের দায়ে তিনি জেলে যেতেও প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তিনি আরো বলেন, আইন আদালতের প্রতি তার যথেষ্ট বিশ্বাস রয়েছে। এভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে বিরোধীদের প্রতিহত করা যাবে না বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতিতে জটিল অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার জিবিপি হাসপাতালে প্রথম সফল ওপেন হার্ট সার্জারির জন্য চিকিৎসক সহ মেডিক্যাল টিমকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। একই সাথে তিনি এই সফল অস্ত্রোপচারের কৃতিত্বের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা: কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য্য সহ চিকিৎসক দলের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের সাথে মত বিনিময় করেন। চিকিৎসক সহ মেডিক্যাল টিমকে সংবর্ধনা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতির ফলেই এই ধরনের জটিল অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে। সামান্য চিকিৎসার জন্য বাইরের রাজ্যে যাবার হার কমেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্নের স্বাস্থ্য প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত যোজনার সম্পূর্ণ সুফল পেয়েছেন আয়ুষ্মান কার্ডধারী মাধবী রানী দাস।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার ইতিহাসে একটি মাইল স্টোন স্থাপন করলো এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকগণ। পূর্ণরাজ্য দিবসের প্রাকলগ্নে গত ২০ জানুয়ারি এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিও থোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জারি অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি (সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর) ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসকগণ সাফল্যের সঙ্গে প্রথমবার রাজ্যে ওপেন হার্ট সার্জারি করেছেন।

এদিন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২১ সালের ১৩ জুলাই কার্ডিও থোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জারি অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি (সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর) ডিপার্টমেন্ট চালু হয়েছিলো। কার্ডিওলজি ওপিডি সার্ভিস চালু হয়েছে গত ২১ জানুয়ারি। এতে অন্তর্বিভাগে মোট ৮৩ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। তিনি জানান, কার্ডিয়াক ওটি-তে গত ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪টি কার্ডিয়াক সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এরমধ্যে একটি ওপেন হার্ট সার্জারি, একটি ভাসকুলার বাইপাস, একটি পেরিকার্ডিয়াল সার্জারি ও একটি পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওয়াস লাইগেশন। ডিএসএ ক্যাথ-ল্যাব ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। এরফলে পেসমেকার প্রতিস্থাপন, করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ও অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, পেরিফেরাল অ্যান্ড ব্রেন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, ডায়ালিসিস রোগীদের জন্য পার্ম ক্যাথ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত ক্যাথ ল্যাবে মোট ১৩১ জন পরিষেবা লাভ করেছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন।

তিনি বলেন, উত্তর পূর্ব ভারতে হৃদরোগের চিকিৎসার নিরিখে ত্রিপুরায় অত্যাধুনিক মেশিনপত্র উল্লেখ করার মতো। অত্যাধুনিক বিভিন্ন ধরনের মেশিন ইতিমধ্যেই এই ডিপার্টমেন্টে স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির ফলে এখন বহিরাজ্যে চিকিৎসার জন্য রোগীর সংখ্যাও অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২০ জানুয়ারি ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি টিম পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী ওপেন হার্ট সার্জারি করেন। সঙ্গে ছিলেন অ্যানেসথেসিওলজিস্ট ডাঃ সুরজিৎ পাল, মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অভিষেক দেববর্মা, পারফিউসানিস্ট (হার্ট-লাং যন্ত্র পরিচালক) সুজন সাহু, ফিজিসিয়ান অ্যাসিস্টেন্ট সুদীপ্ত মন্ডল, স্ক্রাব নার্স জাহির হুসেন, অর্পিতা সরকার, সৌরভ শীল, মৌসুমী দেবনাথ, ও-টি অ্যাসিস্টেন্ট রতন মন্ডল, জয়দীপ চক্রবর্তী, অমৃত মুড়াসিং, কোর্ডিনেটর অভিষেক দত্ত, রিচাশ্রী সরকার, কিষাণ রায় ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। আয়ুষ্মান প্রকল্পের অন্তর্গত হওয়ায় রোগীর এই অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আজ প্রত্যেকের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক হিসাবে ফুলের স্তবক তুলে দেন।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কল্যাণপুরে পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৫ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবস অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কল্যাণপুরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের তল্লাশি অভিযান।রাত পোহালেই ২৬ জানুয়ারি। পালন করবে প্রজাতন্ত্র দিবস। গোটা দেশে পাশাপাশি আমাদের পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় পালিত হবে এই প্রজাতন্ত্র দিবস বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। যাতে করে এই দিনটি সুষ্ঠু এবং সম্পূর্ণভাবে শেষ হয় তার পাশাপাশি কোনো সন্ত্রাসবাদি ঘটনা রুখতে সদাজাগ্রত পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কল্যাণপুর থানার পুলিশ এবং খোয়াই জেলার বোম ডিটেকশন এবং ডিসপোজাল স্কোয়াড এর যৌথ উদ্যোগে কল্যাণপুর হাসপাতাল কল্যাণপুর ব্লক কল্যাণপুর বিভিন্ন ব্যাংক কল্যানপুর বাজার কল্যান পুর সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিস বাজার সহ বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযান করা হয় এদিন। পাশাপাশি বিভিন্ন জনবহুল স্থানে অভিযান করে এদিন পুলিশ। বেশ সাড়া পড়ে কল্যাণপুর এলাকায়। যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনার উঠতেই পুলিশের এমন অভিযান বলে জানা যায়। আজকের এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন খোয়াই ডিসটিক এর বোম ডিটেকশন এবং ডিস্পোজাল স্কোয়াডের অফিসার সমর দেবনাথ।

বিলোনীয়ায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫ জানুয়ারি।। বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতিতে রক্ত সংকটের কথা মাথায় রেখে ২৬ শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস কে সামনে রেখে মঙ্গলবার বিলোনিয়া যুব মোর্চার উদ্যোগে রক্ত দানের মতো মহৎ কাজের আয়োজন করা হয়।

বিলোনিয়ার পুরাতন টাউন হলে সোনার তরী অতিথিশালার হল ঘরে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। বেলা ১১ টা নাগাদ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে রক্তদান শিবির এর শুভ সূচনা করেন যুব মোর্চা ও মন্ডল নেতৃত্বরা।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া যুব মোর্চার সভাপতি , বিলোনিয়া বিজেপি মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, বিজেপি দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস, সহ অন্যান্যরা। রক্তদানে শিবিরে আলোচনা রাখতে গিয়ে যুব মোর্চা মন্ডল সভাপতি রাহুল চৌধুরী বলেন প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আগামী ১৫ দিন যাবত বিভিন্ন কর্মসূচি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে আজকের এই রক্তদান শিবির করা হচ্ছে। আজকের এই রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের মধ্যে উৎসাহ ছিল বেশ লক্ষণীয়।

ব্যর্থ প্রেম, মধুপুরে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ জানুয়ারি।। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় এক যুবক অবশেষে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। ওই যুবকের নাম রফিক মিয়া। বাড়ি মধুপুর থানা এলাকার কৈয়াঢেপা। পরিবারের লোকজন তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা গেছে, চড়িলাম এলাকার এক নাবালিকা ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল রফিক মিয়া নামে ওই যুবক। নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে সে চেন্নাই চলে গিয়েছিল। চেন্নাইয়ে ৬ দিন কাটানোর পর বিমানে তারা দুজন আগরতলায় ফিরে আসে। এদিকে নাবালিকার পরিবারের লোকজনদের দাবি, পুলিশ ওই যুবক এবং নাবালিকাকে আগরতলা বিমানবন্দরে আটক করে। নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করে তার পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং যুবককেও তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কথা হয়েছিল তাদের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেওয়ায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে রফিক মিয়া। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় সে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কল্যাণপুরে মহিলাকে বেধরক মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৫ জানুয়ারি।। মহিলাকে বেধড়ক মার। এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি। পলাতক অভিযুক্ত। কল্যাণপুর থানার দ্বারস্থ মহিলার পরিবার। ঘটনা কল্যাণপুর থানা এলাকার দক্ষিণ গিলাতলী পঞ্চায়েতের খগেন্দ্র বল কলোনি এলাকায়। সোমবার রাতের ঘটনা। খবরে জনমনে বেশ চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রাপ্ত খবরে জানা যায় দক্ষিণ গিলাতলী গন্ডগোল কলোনির বাসিন্দা কৃষিজীবী রতন সরকারের স্ত্রী বীনা রানী বিশ্বাস সরকার। বয়স ৩১। তখন বাড়িতে কেউ ছিল না রাত্রি প্রায় আটটা নাগাদ এলাকার অপর বাসিন্দা রাজিব ভৌমিক আগের এক ঘটনার রেশ টেনে মহিলার বাড়িতে এসে মহিলাকে বাড়ির সামনে ডেকে এনে মহিলাকে এলোপাতাড়ি কিল-চর ঘুষি বসায়।এতে করে মহিলার মাথায় আঘাত লাগে এবং মহিলা আহত হন। রাতে মহিলাকে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসলে ডাক্তার রেশমি দেববর্মা উনার চিকিৎসা করেন।

শেষে মহিলার পরিবার কল্যানপুর থানার দ্বারস্থ হন। অভিযোগ রাজিব ভৌমিক মত্ত অবস্থায় প্রায়শই এলাকায় বিভিন্ন ঘটনা করে থাকে বলে খবর। এমন ঘটনায় দক্ষিণ গিলাতলী এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় জনমনে। অনেকেই চাইছেন শাস্তি হোক রাজিব ভৌমিকের। এখন দেখার বিষয় পুলিশ কি ভূমিকা গ্রহণ করেন।

উদয়পুরে প্রতিবেশীদের মারে গুরুতর আহত গৃহবধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার প্রতিবেশীদের মারে আহত হন এক গৃহবধূ। ঘটনা উদয়পুর পূর্ব গকুলপুর এলাকায়। এই ঘটনায় রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতা গৃহবধূর মা। অভিযোগের তীর প্রতিবেশী চারজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, পূর্ব শত্রুতার জেরেই প্রতিবেশীরা মিলে ওই গৃহবধুর উপর অমানবিক ভাবে নির্যাতন চালায়। ঘটনার পর তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে নির্যাতিতা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

যাত্রাপুরে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৫ জানুয়ারি।। যাত্রাপুর থানা এলাকার পাশ পুকুর এলাকায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম রাজু পাল। মঙ্গলবার সকালে তার নিজ ঘর থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে বাড়িতে পরিবারের অন্য কোন লোকজন ছিলেন না। মঙ্গলবার সকালে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই ঘটনার পেছনে বড় ধরনের রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, রাজু পাল নামে ওই যুবক বাসর বাজারের একটি দোকানে কাজ করতো। দোকানের মালিকের সঙ্গে তার মতভেদ দেখা দেয়। এমনকি দোকানের মালিক তাকে মারধর করেছেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর থেকেই সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ, তার একাকিত্বের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে মৃতদেহটি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এদিকে, মৃত যুবকের মা-বাবা এলাকায় পথ অবরোধ করেছেন।

মদ বিরোধী অভিযানে আটক ৯ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজারে মদ বিরোধী অভিযান চালায় পুলিশ। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে মদ বিরোধী অভিযান চালিয়ে মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণ দেশী ও বিলেতি মদ উদ্ধার করা হয়েছে। ৯ জনকে এ ব্যাপারে আটক করা হয়েছে।

মহারাজগঞ্জ বাজার আউট পোস্টের পুলিশ জানিয়েছে, প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই মহারাজগঞ্জ বাজারে মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ পুলিশ তল্লাশি অভিযান এর হয় তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় প্রচুর পরিমাণ এবং ৯ জনকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

সীমানা নিয়ে বিরোধ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অমরপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ২৫ জানুয়ারি।। অমরপুরের মিয়া বাজার এলাকায় জমির সীমানা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটেছে। তাতে বেশ কয়েক জন জখম হয়েছেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে বীরগঞ্জ থানায় দু'টি পৃথক মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই। পুলিশ এলাকার পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিবেশী দুই পরিবারের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে ঝামেলা চলছিল।এর চরম রূপ ধারণ করে মঙ্গলবার।

কাল কালো দিবস পালন করবে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। ২৭ জানুয়ারি কালো দিবস পালনের ডাক দিয়েছে চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মঙ্গলবার সাংবাদিকদের অবহিত করে জানান, গত বছরের ২৭ জানুয়ারি সকালে পুলিশ সিটি সেন্টার সংলগ্ন আন্দোলন স্থল ভেঙ্গে দিয়ে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল।

তারা জানান, চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য গত বছর ৭ ডিসেম্বর থেকে সিটি সেন্টারের সামনে তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ৫২ দিনের মাথায় আগাম কোন কিছু না জানিয়ে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে তাদের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সে কারণেই ২৭ এ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে তারা কালো দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যতদিন পর্যন্ত তারা চাকরি ফিরে না পাবেন তত দিন পর্যন্ত এই দিনটিকে তারা কালো দিবস হিসাবে পালন করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

আন্দোলনকারীরা জানান, তাদের প্রত্যেককে শিক্ষা দপ্তর থেকে টার্মিনেশন লেটার দিতে হবে অন্যথায় চাকুরী ফিরিয়ে দিতে হবে। এই ইস্যুতে তারা যতদিন পর্যন্ত চাকরি ফিরে না পাবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন বলেও জানিয়েছেন।

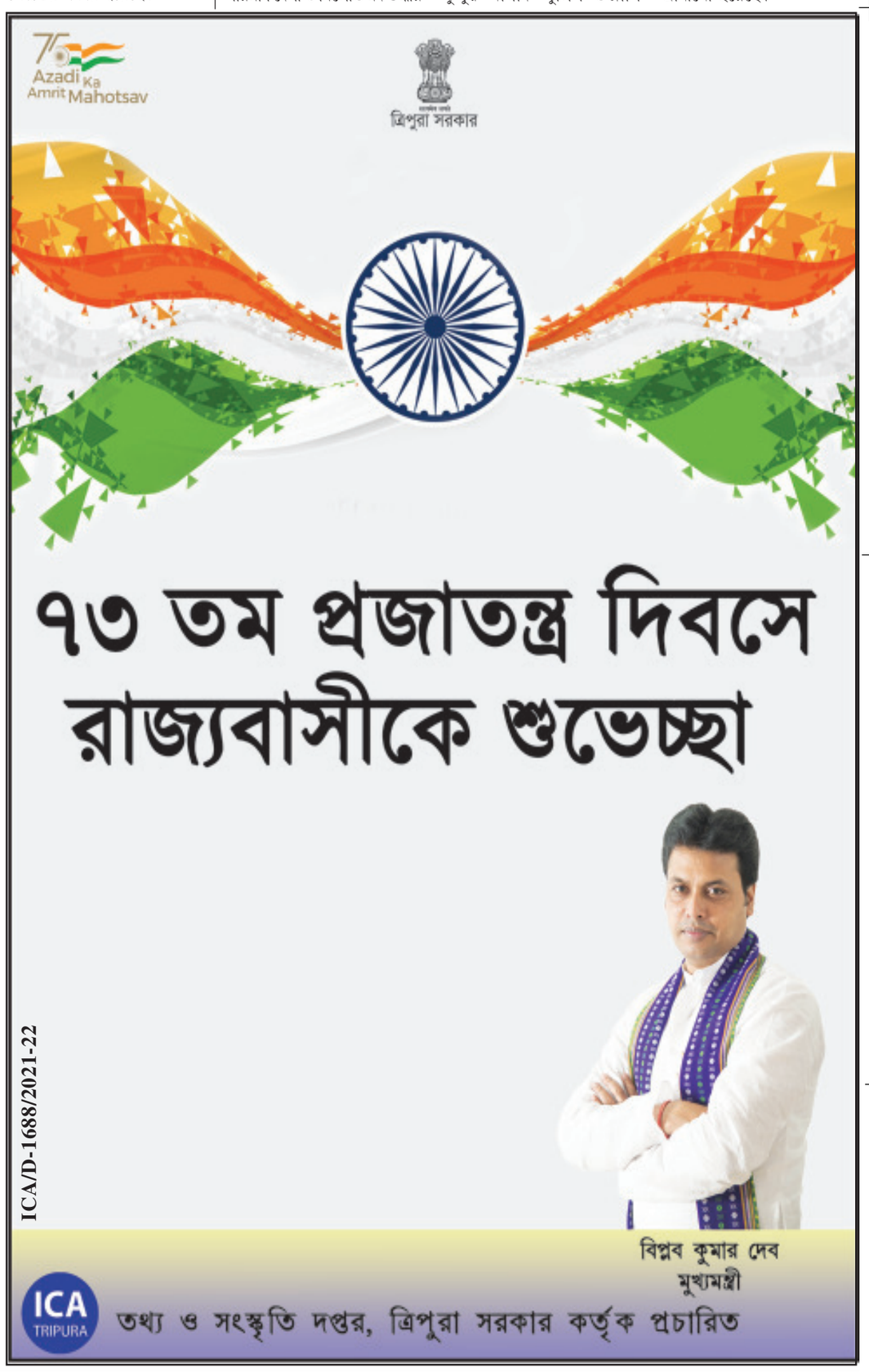

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।